CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-87 ■ 27 December, 2025 ■ আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১১ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বীর বাল দিবসে

আগামী প্রজন্মই আমাদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর।। বীর বাল দিবস উপলক্ষে শুক্রবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জেন জেড ও জেন আলফা প্রজন্মকে স্বপ্নের ডানা মেলতে, নীতিতে অবিচল থাকতে এবং ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানান।

সাহিবজাদা জোরাওয়ার সিং ও ফতে সিং-এর অতুলনীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান কাজের জন্য বয়স কোনও বাধা নয়। জাতীয় আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার কথাও তিনি তরুণদের মনে করিয়ে দেন।

যুব ভারত সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমরা সবাই জেন জেড প্রজন্মের অংশ, আর তোমরাই জেন আলফাও। তোমাদের প্রজন্মই আমাদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে শিশুও যদি জ্ঞানের কথা বলে, তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তিনি তরুণদের সাফল্যের প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অল্প বয়সেই বড় কাজ করা যায় তোমরা তা করে দেখিয়েছ। কিন্তু এই সাফল্যকে আলাদা ভাবে দেখো। তোমাদের স্বপ্নকে আকাশছোঁয়া করো। দেশ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তোমাদের পাশে রয়েছে।

আগের সময়ের হতাশার পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান সুযোগের তুলনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে তরুণরা স্বপ্ন দেখতে ভয় পেত, কারণ পুরনো ব্যবস্থা হতাশা তৈরি করত। এখন দেশ প্রতিভার খোঁজ করছে এবং ১৪০ কোটি মানুষের শক্তিতে ভর করে বিভিন্ন মঞ্চ তৈরি করছে।

তিনি ইন্টারনেট, স্টার্টআপ মিশন এবং লক্ষ্যভিত্তিক বিকাশের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের কথাও তুলে ধরেন। নতুন শিক্ষা নীতি-এর ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নীতিতে মুখস্থ বিদ্যার বদলে ব্যবহারিক শিক্ষা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্ন করার প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম সরকার নতুন ধরনের শিক্ষা ও চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশে জোর দিচ্ছে, বলেন তিনি। পাশাপাশি উদ্ভাবন ও ডিজাইন থিঙ্কিং গড়ে তুলতে আটল টিঙ্কারিং ল্যাবের ভূমিকাও প্রশংসা করেন।

সাহিবজাদা জোরাওয়ার সিং-এর আদর্শ স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী তরুণদের উপদেশ দেন, নিজের প্রজ্ঞা বজায় রাখো, তাতেই দেশের অগ্রগতি হবে। খুব মনোযোগী হও অল্প সময়ের জনপ্রিয়তা বা জৌলুসে ভেসে যেয়ো না। তোমাদের চিন্তাভাবনা হতে হবে স্পষ্ট ও নীতিনিষ্ঠ। মহান ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নাও। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সাফল্য যেন অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। দক্ষতা উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ, খেলাধুলা, ফিনটেক, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোরপূর্বক অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা অন্যায় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। জোর পূর্বক বা নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা অন্যায়। বীর বাল দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগ ও ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করা যায়।

আজ আগরতলার চানমারিস্থিত গুরুদুয়ারা সাহিবে আয়োজিত বীর বাল দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বীর বাল দিবসের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম যার যার কাছে। আমাকে জোর করে বা নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা অন্যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় সেটা হচ্ছে। কাশ্মীরে পণ্ডিতদের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন হয়েছে। দেশভাগের আগে ছিল একরকম। আর দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান হলো। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ হলো। পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোক প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যদের

প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। অবশেষে জীবন যুদ্ধে হেরেই গেলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। গত ৮ আগস্ট থেকে মৃত্যুর সাথে লড়াই শেষে প্রয়াত হলেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। তাঁর মৃত্যুর সাথেই ত্রিপুরার রাজনৈতিক জগতের এক নক্ষত্রের পতন হয়েছে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট হঠাৎই তিনি আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে তাঁকে বহি:রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। বেঙ্গালুরুর অ্যাস্টার সিএমআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছিল।

তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক, শেষকৃত্য আজ

তবে শেষ রক্ষা হলো না। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। ২৬ ডিসেম্বর ভোররাত ৩ টা ৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আগামীকাল তাঁর মৃতদেহ আগরতলায় নিয়ে আসা হবে।

তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, বিজেপি সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি নীতিন নবীন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক দীপক মজুমদার, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা। শোক প্রকাশ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় মখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিশ্ববন্ধু সেন রাজ্যের একজন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ধর্মনগরসহ গোটা উত্তর জেলায় বিশ্ববন্ধু সেন সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেও তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে পবিত্র বিধানসভার অধিবেশনগুলিতে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর মৃত্যু রাজ্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি''।

মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বর্তমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ ডিসেম্বর।। আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় আনন্দ ত্রিপুরা (৬৫), পিতা দুখিরাম ত্রিপুরা, নামে এক ব্যক্তি বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত চিত্তামারা বাজারের কাছে গীতাঞ্জলি বাসের ধাক্কায় আহত হন। বাসটি আগরতলা থেকে বিলোনিয়ায় যাচ্ছিল। আনন্দ ত্রিপুরা রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় বাসটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়, জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা উপেক্ষা করা যায় না ঃ ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চলমান "অব্যাহত শত্রুতা" নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। শুক্রবার ভারত সরকার জানিয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। পাশাপাশি হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে নয়াদিল্লি।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধসহ সংখ্যালঘুদের ওপর চরমপন্থীদের হাতে যে অব্যাহত সহিংসতা চলছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ময়মনসিংহে এক হিন্দু যুবককে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনাকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার প্রত্যাশা করি।

নথিভুক্ত ২৯০০ ঘটনা

তিনি ১৮ ডিসেম্বরের ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে দীপু চন্দ্র দাসকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে একটি জনতা পিটিয়ে হত্যা করে। রাজবাড়ীতে এক হিন্দু ব্যক্তিকে জনতার হাতে হত্যার বিষয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত।

জয়সওয়াল আরও জানান, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে স্বাধীন সূত্র অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ২,৯০০টিরও বেশি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও জমি দখলের মতো ঘটনাও রয়েছে। তিনি বলেন, এই ঘটনাগুলোকে কেবল মিডিয়ার অতিরঞ্জন বা রাজনৈতিক সহিংসতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রায়ই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা সংক্রান্ত ভারতের অভিযোগকে অতিরঞ্জিত সংবাদ বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে বর্ণনা করে আসছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে হওয়া বিক্ষোভে ভারতবিরোধী স্লোগান ও বক্তব্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত। এ প্রসঙ্গে জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে যে ভ্রান্ত বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। কিছু ছাত্রনেতা ও রাজনীতিক প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরির ধাক্কায় জীবনদীপ নিভলো পত্রিকা হকারের, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুরে শুক্রবার সকালে এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন স্থানীয় এক পরিচিত পত্রিকা হকার। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকাজুড়ে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কল্যাণপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা অজয় আচার্য (৫৭) দীর্ঘদিন ধরে পেশাগতভাবে সংবাদপত্র হকার ও এজেন্ট হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন। শুক্রবার সকালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে গৃহ পরিচারিকার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর এলাকায় এক গৃহ পরিচালিকা মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত মহিলার নাম রত্না নাথ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫ বছর আগে রত্না নাথ আসাম রাজ্যে দিলীপ মজুমদারকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। বিয়ের পর প্রায় ১৩ বছর স্বামীর সঙ্গে সংসার করার পর প্রায় দুই বছর আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় ৬ মেগাওয়াট ছুঁলো সৌর বিদ্যুৎ, মার্চেই ১০ মেগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যের আকাশে আজ সূর্য্যের আলো আর শুধুই প্রকৃতির দান মাত্র নয়, তা হয়ে ক্রমেই উঠেছে উন্নয়নের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার সৌরশক্তি প্রকল্প রাজ্যে এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন অতিক্রম করেছে ৬ মেগাওয়াটের সীমা, যা ত্রিপুরার নবায়নযোগ্য শক্তি যাত্রায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর দৃঢ় আশাবাদ, আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই রাজ্যে সৌর বিদ্যুৎ ১০ মেগা ওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে।

এই প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে সাড়া মিলেছে অভূতপূর্ব ভাবে। ইতিমধ্যেই ১৭,১৩১ জন বিদ্যুৎ ভোক্তা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে ১,৭৬২ জনের বাড়িতে সৌর প্যানেল স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ১,৭৬২টি ছাদ আজ নিছক ইট-সিমেন্টের কাঠামো নয়, তারা হয়ে উঠেছে ছোট ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র। সূর্য্যের আলো ধরে রেখে সেখান থেকেই প্রতিদিন উৎপন্ন হচ্ছে মোট ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

একসময় যে সূর্য্যাস্ত মানেই ছিল অন্ধকার নামার আশঙ্কা, আজ সেই সূর্য্যই ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আলোর নিশ্চয়তা দিচ্ছে। শুধু আলো নয়, দিচ্ছে আয়ের পথও। এই প্রকল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ভোক্তারা এখন নিজেদের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করেই থেমে থাকছেন না। অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কাছে বিক্রি করে তাঁরা পাচ্ছেন সরাসরি আর্থিক লাভ।

ইতিমধ্যেই ১৮৭ জন ভোক্তা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে মোট ৫৩ হাজার ৫১৪ টাকা আয় করেছেন। এই অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সৌরবিদ্যুৎ এখন আর কেবল পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ নয়, তা হয়ে উঠেছে পরিবারের অর্থনীতিতে সহায়ক এক বাস্তব সম্ভাবনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা ঠিকেদারকে প্রাণনাশের হুমকি টাকারজলা থানার ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীও বাঁচাতে পারবেন নাএই ভাষায় ভয়েস মেসেজে ফের হুমকি দেওয়া হয়েছে মহিলা ঠিকাদার সরস্বতী লোধকে। ঘটনার জেরে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি। একই সঙ্গে টাকারজলা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, গতকাল রাতে একটি ভয়েস মেসেজে সরস্বতী লোধকে সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়। এর আগে কিছুদিন পূর্বে বিজয় নদীর তীরে বোল্ডার নির্মাণের কাজে বাধা দেওয়া নিয়ে প্রতিবাদ করায় তার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের বেধড়ক মারধরে গুরুতর আহত হন সরস্বতী লোধ। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নির্য্যাতিতা ও তার পরিবার। অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সূত্রের দাবি, সরস্বতীর অভিযোগের ভিত্তিতে বালু মাফিয়া সুকান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে বন দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এর জেরেই ক্ষোভ থেকে সরস্বতীর উপর হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত সুকান্ত ঘোষ, ভবতোষ ঘোষের ছোট ভাই। অভিযোগ উঠেছে, ভাইয়ের প্রভাব খাটিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

সংবাদমাধ্যমের সামনে আহত সরস্বতী লোধ বলেন, "আমি সঠিক বিচার চাই। আমার উপর যারা হামলা করেছে, তাদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি হোক।" একই সঙ্গে তিনি নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানান।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং নির্য্যাতিতাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

শিক্ষকের মারে রক্তাক্ত ছাত্র হাসপাতালে চিকিতসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মারে আহত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর তুলাবাগান এলাকার পিএম শ্রী উত্তর দেবেন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। আহত ছাত্রের নাম প্রীতম কীর্তনিয়া। অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দেবরাজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে। বর্তমানে আহত ছাত্র জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছাত্রের অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষক প্রীতমকে গুরুতরভাবে মারধর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতায় পুড়ে ছাই পোলট্রি ফার্ম জ্যান্ত পুড়ল ৬৫০ মোরগ ছানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৬ ডিসেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমার উত্তর দুর্গাপুরে নাশকতার ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি পোলট্রি ফার্ম। আগুনে জ্যান্ত পুড়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬৫০টি মোরগ ছানার। সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছেন পোলট্রি ফার্মের মালিক। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পোলট্রি ফার্মের মালিক বিকাশ দাস লিখিতভাবে বিষয়টি মহকুমা শাসক, সংশ্লিষ্ট মহকুমা থানা এবং পশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে তিনি জানান, বিগত ১৯ বছর ধরে গন্ডাছড়া মহকুমার উত্তর দুর্গাপুরে বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন নিজের বসতবাড়ির পাশে পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলে মোরগের ব্যবসা করে আসছিলেন তিনি।

বিকাশ দাসের দাবি, দীর্ঘ ১৯ বছরের ব্যবসায়িক জীবনে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও রকম মনোমালিন্য ছিল না। অথচ শুক্রবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন ট্রাফিক আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিক পরিবহন নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্য জুড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা। একের পর এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ফলে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। রাজ্য সরকার যান দুর্ঘটনা রুখতে নতুন ট্রাফিক আইন প্রণয়ন, কড়া নজরদারি ও নিয়মিত টহলদারির নির্দেশ দিলেও বাস্তব চিত্রে ধরা পড়ছে ভিন্ন বাস্তবতাবিশেষত দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম ও মনুবাজার থানাধীন এলাকায়।

স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, সাব্রুম ও মনুবাজার থানার নাকের ডগা দিয়েই দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়ক ও গ্রামীণ পাহাড়ি রাস্তায় মালবাহী (ডি.আই) গাড়িতে গাদাগাদি করে বহন করা হচ্ছে শত শত হতদরিদ্র শ্রমিককে। অভিযোগ উঠেছে, এডভেন্ড ওয়েলফিল্ড সার্ভিস নামে এক বহিঃরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থাযারা ওএনজিসি - এর বরাদপ্রাপ্ত কাজ পরিচালনা করছেএই বিপজ্জনক শ্রমিক পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনুবাজার থানার কাছাকাছি সাতচাঁদ আর.ডি. ব্লক সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে মালবাহী গাড়িতে পশুর মতো গাদাগাদি করে শ্রমিকদের কাজের স্থলে

সাব্রুম-মনুবাজার সড়ক

নিয়ে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় একইভাবে ফেরত আনা হয়। অথচ এই পুরো প্রক্রিয়া চললেও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর প্রশ্নযেখানে সামান্য ওভারলোড, হেলমেট না থাকা বা কাগজপত্রের ত্রুটিতে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা করছে, সেখানে কীভাবে প্রকাশ্যে মালবাহী গাড়িতে মানব পরিবহন চলতে পারে? যদি এই ধরনের কোনও গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, তবে ওই শ্রমিকদের জীবন ও নিরাপত্তার দায়ভার কে নেবে? তাঁদের কি কোনও বীমা বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে?

বুদ্ধিজীবী মহলের মতে, এ ধরনের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিক পরিবহন শুধুমাত্র ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন নয়, এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও শামিল। প্রশাসনের নীরবতা ভবিষ্যতে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছেকোথায় সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন? কোথায় দক্ষিণ জেলার পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি? কোনও দুর্ঘটনায় যদি হতদরিদ্র শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটে, তবে তাঁদের পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব কে নেবে? ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 27-12-2025, 00:38

জাগরণ আগরতলা,২৭ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১১ পৌষ ,শনিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

তারেকের প্রত্যাবর্তনে ভারতের সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন নিয়া নয়া দিল্লির অবস্থান বেশ সতর্ক এবং ভারসাম্যপূর্ণ। ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে একে বাংলাদেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসাবে দেখিলেও পর্দার আড়ালে তাহাদের কিছু সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ রহিয়াছে। ভারত বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখিতেছে। তারেক রহমানের ফিরিয়া আসা বা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করিবার বিষয়টি নিয়া ভারত আগ বাড়াইয়া কোনো মন্তব্য করিতেছে না। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অবস্থান হইলোবাংলাদেশের জনগণ যাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে, তাহাদের সাথেই ভারত কাজ করিবে।নয়া দিল্লির একটি বড় দুশ্চিন্তার জায়গা হইলো নিরাপত্তা। অতীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশে আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া ভারত মনে করে। তারেক রহমান ফিরিলে বা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসিলে ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো যেমন: বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং উগ্রবাদ কীভাবে মোকাবিলা করা হইবে, সে বিষয়ে ভারত নিশ্চয়তা চায়।সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতীয় নীতিনির্ধারক ও থিঙ্কট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে বিএনপির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা দেখা গেছে। ভারত বুঝিতে পারিতেছে যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি একটি বড় শক্তি। তাই তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া একদম বৈরী অবস্থান না নিয়া, বরং আলোচনার পথ খোলা রাখিতেই নয়া দিল্লি বেশি আগ্রহী।

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন মামলা এবং আদালতের রায়ের বিষয়ে ভারত সাধারণত সরাসরি হস্তক্ষেপ করে না। তবে তারা চায় বাংলাদেশে এমন একটি পরিবেশ বজায় থাকুক যেখানে আইনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয় এবং কোনো চরমপন্থী শক্তি যেন মাথাচাড়া দিয়া না ওঠে।নয়া দিল্লি তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে সরাসরি স্বাগত বা বিরোধিতাকোনোটাই করিতেছে না। বরং তারা দেখিতেছে বিএনপি তাহাদের আগের ভারত-বিরোধী অবস্থান থেকে সরিয়া আসিয়া কতটা দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করিতে পারে।

তারেকের প্রত্যাবর্তনের পথটা কম ছিল না। অপেক্ষা করিতে হইয়াছে ১৭ বছর। অবশেষে বাংলাদেশে ফিরিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ভোটের মুখে, প্রবল রাজনৈতিক টানাপড়েনের আবহে 'ডার্ক প্রিন্স' তারেকের এই ফিরিয়ি আসায় স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জীবিত বিএনপি শিবির। কিন্তু খালেদা-পুত্রকে ঘিরিয়া এত উন্মাদনার মধ্যেও সব মহলে এখন একটাই প্রশ্ন, বাংলাদেশকে কী তিনি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিবেন? আর এই প্রশ্নের মধ্যেই খালি পায়ে দেশের মাটি স্পর্শ করিতেই তারেক রহমান বার্তা দিলেন, ”আমরা এক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়িতে চাই।”বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪৩ মিনিটে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-২০২ নম্বর ফ্লাইট ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সপরিবারে দেশে ফিরিয়াই আবেগঘন হইয়া পড়েন তারেক রহমান। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তারেক রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও আলিঙ্গনে স্বাগত জানান বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিমানবন্দরে অবস্থানকালীন সময়েই ফোনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেন তারেক। বিমানবন্দর ত্যাগের আগে এক প্রতীকী মুহূর্তে খালি পায়ে ঘাসে দাঁড়াইয়া দেশের মাটি স্পর্শ করেন তারেক রহমান। হাতে তুলিয়া নেন একমুঠো মাটি। এরপর পূর্বাচলে ৩০০ ফিট এলাকায় গণসংবর্ধনায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তারেক রহমান বলেন, ”সবাই মিলিয়া এমন একটি বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিবো আমরা, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন। অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু- যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের

হইলে যেন নিরাপদে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে।”বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, ”৭১ সালে এই দেশ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, ২০২৪ সালে এই দেশের ছাত্র, জনতা, নারী, পুরুষ, দলমত নির্বিশেষে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। আজ বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়া পাইতে চায়। এই দেশে সব ধর্মের মানুষ বাস করেন। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলিতে চাই।” একই সঙ্গে যে কোনও উসকানির মুখে ধীর-শান্ত থাকিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন তিনি। খালেদা-পুত্র বলেন, ”যে সব জাতীয় নেতারা এ মঞ্চে আছেন; যাহারা মঞ্চের বাইরে আছেন; আমরা সকলে মিলে এ দেশকে নেতৃত্ব দিয়া জনগণের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিতে চাই। যে কোনও মূল্যে আমাদের এ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে।” তিনি আরও বলেন, ”যে কোনও উসকানির মুখে আমাদের ধীর-শান্ত থাকিতে হইবে। আমরা দেশে শান্তি চাই। যে কোনও মূল্যে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখিতে হইবে। কোনও ভাবেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে দেওয়া যাইবে না।”

এরপরেই তারেক রহমান বাংলাদেশকে নিয়া তাহার নতুন পরিকল্পনার কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, ”মার্টিন লুথার কিংয়ের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে- আই হ্যাভ এ ড্রিম। তাঁহার সেই উক্তিকে অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে নিয়া বিএনপি এবং আমার পরিকল্পনা আছে।” তিনি বলেন, ”আজ এই পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য। যদি সেই প্ল্যান, সেই কার্যক্রম, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে হয় প্রত্যেকের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন।” তিনি বলেন, ”আমার সঙ্গে আজ মঞ্চে এখানে বহু জাতীয় নেতৃত্ব বসিয়া আছেন। আসুন আজ আমরা দুহাত তুলিয়া প্রার্থনা করি। যেসব জাতীয় নেতা এই মঞ্চে আছেন, মঞ্চের বাইরে যেসব জাতীয় আরও নেতা আছেন, আমরা সবাই মিলিয়া এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়া আমাদের বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশিত সেই বাংলাদেশকে আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই।”

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোড় ঘোরানো আটটি ঘটনা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রণাঙ্গনে লড়াইয়ের পাশপাশি রাজনৈতিক এবং কূটনীতিক অঙ্গনের নানা তৎপরতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

নয় মাস ধরে চলা যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক বিষয়গুলো মাঠের লড়াইকে প্রভাবিত করেছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন।

যুদ্ধ চলাকালীন এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা বাংলাদেশের বিজয়কে তরান্বিত করেছিল। এছাড়া রণাঙ্গনে অজস্র লড়াই হয়েছে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে।

মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে আটটি ঘটনা বাছাই করা হয়েছে এ লেখায়। রাজনীতি, কূটনীতি ও রণাঙ্গনের এসব ঘটনা যেমন আলোচিত ছিল তেমনি প্রভাবও তৈরি করেছিল।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির ডামাডোলে যে উত্তেজনা সত্তরের নির্বাচনকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল, ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা ও ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা বাংলার মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। এসময় বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ঘটে যাওয়া তেমনই গুরুত্বপূর্ণ আটটি বিষয় তুলে ধরা হলো:

স্বাধীনতার ঘোষণা— সত্তরের নির্বাচনে জয়ের পরও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টালবাহানা করায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল।

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য সাতই মার্চ সে সময়ের রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে শেখ মুজিবের ভাষণের পর সমীকরণ আরও জটিল হয়ে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয় পশ্চিম পাকিস্তান। অসহযোগ আন্দোলন দমন ও পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনা করে পাকিস্তানি সেনারা।

আর এই অপারেশন সফল করতে চালানো হয় নির্বিচার গণহত্যা। বলা হয়, সেই অভিযানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।

সেই ঘোষণা তিনি দেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকেই।

গ্রেফতারের ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগে রাত ন'টার দিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শেষ দেখা করে বিদায় নিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন এবং আমীর-উল ইসলাম।

ড. হোসেন ২০২১ সালে বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তারা সেসময় নিরাপদ জায়গায় গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাদের বিদায় দেবার সময় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন তিনি থেকে যাচ্ছেন অন্য এক হিসাব থেকে, বলেন ড. কামাল হোসেন।

'বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, দেখ, আমার সারা জীবনে আমি ঘন ঘন অ্যারেস্ট হয়েছি। আমি জানি আমাকে ধরলে হয়ত তাদের আক্রমণের তীব্রতা অন্তত কিছুটা কমবে। আর আমাকে যদি না পায়, তাহলে প্রতিশোধ নেবে তারা এলোপাথাড়ি আরও লোক মেরে।' সেই রাতেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে পাকিস্তানি বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তাকে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তাদের সম্প্রচার শুরু করে ২৬শে মার্চ। তৎকালীন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেতারের চট্টগ্রামের কয়েকজন কর্মী শহর থেকে অনেকটা দূরে নিরাপদ জায়গা হিসাবে কালুরঘাটে বেতারেরই ছোট্ট একটি কেন্দ্রে তাদের প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক বেলাল মোহম্মদ (২০১৩ সালে প্রয়াত) বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ওই অনুষ্ঠানেই স্বাধীনতার সেই ঘোষণা প্রথম সম্প্রচার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন রাজনীতিকদের মধ্যে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান।

কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যাতেও দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠান সম্প্রচারে সক্ষম হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেদিনের অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন জিয়াউর রহমান। সেসময় তিনি সেনাবাহিনীতে মেজর পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন।

বেলাল মোহম্মদের (২০১৩ সালে প্রয়াত) ভাষ্য হচ্ছে , জিয়াউর রহমান ওই ঘোষণা পাঠ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের নামে।

মুজিব নগর সরকার গঠন--- পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণের সময় সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকে আত্মগোপনে চলে যান, যাদের বেশিরভাগই আশ্রয় নেয় ভারতে। এর ৯দিন পর তেসরা এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক করেন তাজউদ্দীন আহমদ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের নানা দিক উঠে আসে সেখানে উঠে আসে।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন আহমদের বৈঠকে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয় বলে লেখাটিতে উল্লেখ করেন তিনি।

মূলত মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এই সরকার গঠন করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ হয় ১৭ই এপ্রিল ।মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। এটিই পরে মুজিবনগর নামে পরিচিতি পায়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে এই সরকার গঠন করা হয়। এসময় কলকাতায় পাকিস্তানের উপ-দূতাবাসে উপ- হাইকমিশনার পদে ছিলেন বাঙালি অফিসার হোসেন আলী। প্রবাসী সরকার গঠনের পরপরই হোসেন আলীর নেতৃত্বে উপ-দূতাবাসে কর্মরত প্রায় ৫০ জন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি পাকিস্তানের উপ-দূতাবাসকে স্বাধীন বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে রূপান্তরিত করেন। কলকাতার সেই কূটনৈতিক অফিসটি ছিল বিদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অফিস। একে কূটনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মুনতাসির মামুন।

“হোসেন আলী যখন পুরো উপকমিশন নিয়ে আনুগত্য ঘোষণা করলো, সেটা কূটনীতিক পাড়া- মহলে-বিশ্বে একটা বড় রকমের নাড়া দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের ব্যাপারটি তখন কূটনীতিক এবং অন্যান্য যারা বহির্বিশ্বে কাজ করছেন তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল”, বলেন তিনি।

মুক্তিবাহিনী ও সেক্টর গঠন--- ছবির উৎস, পঁচিশে মার্চ রাতেই সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সমস্ত অস্ত্র নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এবং মুজিব নগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এদিকে তরুণ দেশপ্রেমিকেরা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খুলনা সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এএসএম শামসুল আরেফিন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাহিনীটা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেটাকেই মুক্তিবাহিনী বলে। এটার কয়েকটা ভাগ ছিল। যেমন - একটা ভাগে ছিল সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার আর আরেকটা অংশে ছিল ছাত্র-জনতা। সবাইকে মিলিয়ে বলা হতো মুক্তিবাহিনী”। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি অংশের একটি ছিল 'মুজিব বাহিনী'। আওয়ামী লীগের চার যুবনেতার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সই পরে এই নামে পরিচিতি পায়। তবে শুরুতেই মুক্তিবাহিনীর কোন কাঠামো ছিল না।

ছবির ক্যাপশান,গেরিলা যোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নেয়ার মুহূর্ত ১৯৭১ সালের একাত্তর সালের চৌঠা এপ্রিল সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে তারা মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল প্রণয়ন করে। পরে এটি তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে পরিচিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় এম এ জি ওসমানী যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে।

ওই বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়। কিন্তু পুরো বিষয়টি কাঠামো পায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে।

“১২ থেকে ১৭ জুলাই কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ সম্মেলন হয়, সেখানেই তিনটি নিয়মিত বাহিনী তৈরি এবং বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়”, বলেন ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

মূলত কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে সেক্টর কমান্ডার এবং উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে এই সম্মেলন হয়। সেখানে বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, অভিযান, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেখানেই সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে সেক্টর ভাগ এবং প্রতি সেক্টরের জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

পাশাপাশি প্রতিটি সেক্টরকে অঞ্চলভেদে ভাগ করা হয় কয়েকটি সাব-সেক্টরে।

অপারেশন জ্যাকপট

মুক্তিযুদ্ধে জয় ত্বরান্বিত করার অন্যতম বড় আরেকটি পদক্ষেপ ছিল ”অপারেশন জ্যাকপট”।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ডো বাহিনীর পরিচালিত প্রথম অভিযান ছিল এটি। উনিশ'শ একাত্তর সালের ১৬ই অগাস্ট প্রথম প্রহরে দেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরে একযোগে একই নামে পরিচালিত অপারেশনগুলো চালানো হয়।

তবে এর পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শুরু হয় মে মাসে থেকে।

“লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে” বইয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, পাকিস্তানি বাহিনীর নৌযান ধ্বংস এবং নৌ-যাতায়াত ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্য চলাচল, সমর-সরঞ্জাম ও রসদ পরিবহন ব্যহত করা ছিল ওই অপারেশনের প্রধান লক্ষ্য। এটি অত্যন্ত সফল সফল অভিযান ছিল। কারণ এই অপারেশনে পাকিস্তান ও আরও কয়েকটি দেশ থেকে আসা অস্ত্র, খাদ্য ও তেলবাহী ২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। আবার অভিযানে অংশগ্রহণকারী কোন গেরিলা শত্রুপক্ষের হাতে ধরাও পড়েননি। এছাড়া বিদেশী জাহাজ ধ্বংস হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না বলে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচারণা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

আখাউড়া দখলের যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া। সামরিক দিক থেকে এর অবস্থান মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় মিত্রবাহিনী এবং পাকিস্তানি বাহিনী সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুক্তিবাহিনীর জন্য জরুরি ছিল কারণ একবার আখাউড়া নিজেদের দখলে নিতে পারলে তারা সিলেট অঞ্চলের দিকে ভালোভাবে অগ্রসর হতে পারত। নয়তো ওইদিকে অগ্রসর হতে গেলে আখাউড়ায় হানাদারদের শক্তিশালী বাধার মুখে পড়তে হতো মুক্তিবাহিনীকে। অন্যদিকে রেলপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কিংবা সিলেট যেতে হলে পাকিস্তানি বাহিনীকে এই রেলপথ অতিক্রম করেই যেতে হতো। হানাদারদের সেনা পরিবহন, মালামাল ও রসদ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করতে এটি দখল করা জরুরি ছিল। এছাড়া আখাউড়া ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ফলে এই পয়েন্ট থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত আগরতলা।

উনিশ'শ একাত্তর সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আখাউড়া দখলের যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে মুক্তি বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানান বীর উত্তম মেজর এএসএম শামসুল আরেফিন।

প্রথমে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত হামলা করলেও পাল্টাপাল্টি আক্রমণে মুক্তিবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তবে তিন ডিসেম্বর রাতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনারা ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ করে।

পরে পাকিস্তানি বাহিনীর জেট মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর বিমান হামলা চালায়। হামলার জবাবে ভারতীয় বিমান পাকিস্তানি হানাদারদের বিমানকে ধাওয়া করে। তখন পাকিস্তানি স্যাবর জেটগুলো পালিয়ে যায়।

৫ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী আখাউড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে হানাদার বাহিনীকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলে তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। হানাদারদের সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে ৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর কাছে ৪ ব্রিগেড সেনাসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তারা। এই পয়েন্ট দখলে নেয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে জয়ের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যায় মুক্তিবাহিনী।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুর ভূমিকায় ছিল ভারত।

ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পরিচলনা থেকে শুরু করে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ভারতের মাটিতে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ, শরনার্থীদের আশ্রয় দেয়াসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে দেশটি। একইসঙ্গে বহির্বিশ্বের সমর্থন পেতে কাজ করে গেছে ভারত। এসময় পশ্চিমা বিশ্ব ও চীন পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ভারতের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ৯ই আগস্ট শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার ঐতিহাসিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ দুটো কখনো হুমকির মুখে পড়লে সেটি দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই চুক্তির কারণে পুরো বিশ্ব ভারতকে যে কোণঠাসা করে রাখতে চেয়েছিল সে জায়গা ঘুরে যায় বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মুনতাসির মামুন।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি নিয়ে ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, “এটি পশ্চিম দুনিয়াকে বার্তা দিয়েছিল যে বাংলাদেশ একা না, বাংলাদেশের পাশে বড় শক্তি রয়েছে”। বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের কারণেই ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াতে সাহস করে।

জাতিসংঘের প্রস্তাব--- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া শরনার্থীদের জন্য জাতিসংঘ মানবিক সেবা দিলেও পাকিস্তানের আক্রমণ নিয়ে সক্রিয় কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মুনতাসির মামুন। তবে যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানের পরাজয় যখন অনেকটাই অবধারিত, তখন নিরাপত্তা পরিষদে বেশ উত্তেজনা দেখা যায়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান ইস্যুটি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাঠিয়ে দেয়। এর আগে পূর্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে বারবার নাকচ করে দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আটই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হয়। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে, এই প্রস্তাবের পক্ষে ১০৪টি ভোট পড়েছিল এবং বিপক্ষে ছিল ১১টি ভোট।

তবে ভারত এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে যুদ্ধ বিরতির কোন প্রস্তাব তারা মানবে না।

পনেরো ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পোল্যান্ডের দেওয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখান। এর আগে ১৪ই ডিসেম্বর ফ্রান্স এবং ইতালি নিরাপত্তা পরিষদে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তোলে। কিন্তু ওই প্রস্তাবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছিল। একই সাথে পোল্যান্ডের একটি খসড়া প্রস্তাবও আসে। ১৫ই ডিসেম্বর পোল্যান্ডের এই খসড়া প্রস্তাবটি আলোচনায় আসে নিরাপত্তা পরিষদে। এতে পাকিস্তানি বাহিনীকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলে। ভারতের যুদ্ধ জড়ানো মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জয় আর পাকিস্তানের পরাজয়ের সবশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভারতের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণ এবং ভারতের সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। উনিশ'শ একাত্তর সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণের পর যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে যায় ভারত।

ফলে প্রথম থেকে সতর্কতার সঙ্গে সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে আসলেও প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে মিত্রবাহিনী।

১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে দেয়া এক বিবৃতির মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন।

এতে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যায়। ভারতীয়রা যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই যশোর, খুলনা, নোয়াখালী অতিদ্রুত ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় তখন শুধুই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ফ্রন্ট গঠন হয় পূর্বাংশে, পশ্চিমে ভারত প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যার এবং পাকিস্তানের পরাজয় হয়, বলেন অধ্যাপক মামুন। ১৪ই ডিসেম্বর মধ্যে মিত্রবাহিনী ঢাকার কাছে পৌঁছে যায়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার দিনভর কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের কারণে রোদের দেখা মিলল না। তাই তীব্র শীতের মধ্যে আগুনের উষ্ণতা উপভোগ করছেন মানুষ।

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলন উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: নয়াদিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) কর্তৃক আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি নয়জন এনআইএ কর্মকর্তাকে তাঁদের অসাধারণ সেবা ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টার জন্য সেবা পদক এবং বীরত্ব পদকে সম্মানিত করেন। একই সঙ্গে, তিনি এনআইএ-এর হালনাগাদ অপরাধ ম্যানুয়াল, সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্ক ডাটাবেস এবং হারানো ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রের ডাটাবেসও উন্মোচন করেন।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অমিত শাহ বলেন, ''সন্ত্রাস মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। এটি প্রতিরোধে সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদি সরকারের নেতৃত্বে দেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই সম্মেলন দেশের চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে, যেখানে বিভিন্ন সংস্থার কৌশল একত্রিত করে সবচেয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।"

সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করা, যা 'হোয়োল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ'-এর চেতনায় পরিচালিত হচ্ছে।

দুই দিনের এই সম্মেলনটি অপারেশনাল ফোর্স, প্রযুক্তি, আইন ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং সন্ত্রাসবিরোধী কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার জন্য একটি মিলনমেলা। এখানে জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসের উদ্ভূত হুমকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং সন্ত্রাসবাদী তদন্ত থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সেরা অনুশীলনগুলো ভাগাভাগি করা হবে।

সম্মেলনে দেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তা এবং আইন, ফরেনসিক, প্রযুক্তি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অংশ নিচ্ছেন।

বীর বাল দিবসে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : আজ নয়াদিল্লিতে বীর বাল দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার (প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার) প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এ বছর দেশের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মোট ২০ জন শিশুকে তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই পুরস্কার প্রাপকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সারা দেশের শিশুদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি জানান, পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুরা সাহসিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে।

রাষ্ট্রপতি স্মরণ করিয়ে দেন, প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয় শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংহ জির পুত্র সাহিবজাদে বাবা জোরাওয়ার সিংহ জি এবং বাবা ফতে সিংহ জির শহিদির স্মরণে। তাঁদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগায়।

তিনি আরও বলেন, কোনও দেশের শিশুরা যখন দেশপ্রেম ও উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন সেই দেশের মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় হয়।

নিজের বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি কয়েকজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুর ব্যতিক্রমী সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন। আকাশবাণী নিউজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আগ্রার নয় বছর বয়সি অজয় রাজ জানান, নদী থেকে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণ থেকে তিনি তাঁর বাবার প্রাণ বাঁচান।

অন্য এক পুরস্কারপ্রাপক মহারাষ্ট্রের অর্ণব অনুপ্রিয়া মহর্ষি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের আরোগ্য প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক দুটি উদ্ভাবনের জন্য এই সম্মান লাভ করেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও ভাগ করে নেন এবং জানান, একসময় তিনি নিজের ডান দিকের প্রধান অংশে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীর বাল দিবসে শিশুদের সাহস, প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

টিটিপি সামরিক রূপ নিচ্ছে, বাড়ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকট

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: পাকিস্তানের জন্য নতুন করে বড়সড় সঙ্কটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) নিজেদের সংগঠনকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক কাঠামোর রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। এর ফলে আগামী দিনে পাকিস্তানে জঙ্গি হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আধিকারিকদের মতে, ইতিমধ্যেই টিটিপি পাকিস্তান সেনার উপর বড় ক্ষতি করেছে এবং আগামী বছরে এই সংঘর্ষ দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টিটিপিকে নিয়ন্ত্রণে আনতেই হিমশিম খাচ্ছে পাকিস্তান, আর সামনের দিনে এই চ্যালেঞ্জ আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

টিটিপি তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার আগে থেকেই প্রচারযন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে আগ্রাসী প্রচার চালানো হচ্ছে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই বালুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া (কেপি) অঞ্চলে হামলার সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।

২০২২ সালে যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর থেকে টিটিপি ব্যাপকভাবে পাকিস্তান সেনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। সংগঠনটি তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নতুন নতুন অঞ্চল যুক্ত করেছে, যার মধ্যে গিলগিট-বালতিস্তানও রয়েছে। সামরিক নেতৃত্বেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। দক্ষিণ সামরিক অঞ্চলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এহসানুল্লাহ ইপিকে, যিনি ফকির ইপির প্রপৌত্র।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সামরিক অঞ্চলের প্রধান হিসেবে হিলাল গাজির নিয়োগ টিটিপির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজনৈতিক কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আজমতুল্লাহ মেহসুদকে, যদিও মাওলভি ফকির কমিশনের সদস্য হিসেবেই থাকছেন।

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, টিটিপি নিজস্ব 'এয়ার ফোর্স' গঠনের পরিকল্পনাও করছে। বিষয়টি এখনও আলোচনাধীন, তবে ২০২৬ সালের শেষের দিকে তা কার্যকর হতে পারে বলে ধারণা। চলতি মাসের শুরুতে আফগান সীমান্তের কাছে কেপি অঞ্চলে একটি রাস্তার পাশে পোঁতা বোমা বিস্ফোরণে তিন পাকিস্তানি পুলিশকর্মী নিহত হন। ওই ঘটনার জন্য দ্রুত টিটিপিকেই দায়ী করে ইসলামাবাদ।

আধিকারিকদের মতে, পাকিস্তানের জন্য টিটিপি সমস্যা শিগগিরই মিটে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। সংগঠনটি পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। টিটিপি ইস্যুকে কেন্দ্র করে আফগান তালিবান ও পাকিস্তানের সম্পর্কও মারাত্মকভাবে খারাপ হয়েছে। পাকিস্তান কোনও প্রমাণ ছাড়াই আফগান তালিবানের বিরুদ্ধে টিটিপিকে মদত দেওয়া এবং তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলার সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

পাকিস্তান সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির আফগান তালিবানকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেনতাদের টিটিপি ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি পক্ষ বেছে নিতে হবে। তবে তালিবানের বক্তব্য, টিটিপি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং ইসলামাবাদকেই তা সামলাতে হবে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান টিটিপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রভিন্স (আইএসকেপি) ও লস্কর-ই-তৈবার মধ্যে জোট গঠনের চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের আশা ছিল, এই জোট টিটিপিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনবে। কিন্তু বাস্তবে টিটিপির গতি কমার কোনও ইঙ্গিত নেই।

আইএসকেপি এই জোটে সম্মত হলেও লস্কর-ই-তৈবার ভিতরে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। হাফিজ সইদের প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের অনেক সদস্যই মনে করেন, টিটিপি বা আফগান তালিবানের বিরুদ্ধে লড়াই করা অন্যায় হবে। এই কারণেই জোটের কার্যকারিতা এখনও খুবই সীমিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পাকিস্তান বিশেষজ্ঞদের মতে, টিটিপি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, যা পাকিস্তান সেনার জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়। এই সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করা পাকিস্তানের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে এবং আগামী বছরে টিটিপি চলতি বছরের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ংকর রূপ নিতে পারে।

মণিপুরে দুই মাদকবিরোধী অভিযানে হেরোইন ও সাইকোট্রপিক ট্যাবলেট জব্দ; দুইজন গ্রেপ্তার

ইম্ফল, ২৬ ডিসেম্বর : মণিপুর পুলিশ ২৪ ডিসেম্বর ইম্ফল পূর্ব জেলা এলাকায় একটি বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ২৯ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেরোইন জব্দ করে। এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের মাদক পাচার রোধে তৎপরতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম জানা গেছে মোঃ মুস্তাকিম, তিনি সাংগাইয়ুমফাম পার্ট-১ এলাকার বাসিন্দা। তিনি হেইঙ্গাং থানার অধীনে মনত্রিপুখ্রি এলাকায় ধরা পড়েন। বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩১০ গ্রাম ওজনের হেরোইন নং ৪-এর ২৪টি সাবানের বাক্স উদ্ধার করে। এছাড়াও অভিযানে ব্যবহৃত একটি মারুতি সুইফট গাড়ি জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, সরবরাহ চেইন চিহ্নিত করা এবং জেলার বাইরে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য তদন্ত চলছে।

সেই দিনের আরেকটি পৃথক অভিযানে, জিরিবাম থানার চন্দ্রপুর এলাকা থেকে আরও এক ২৯ বছর বয়সী যুবক ইলাজ আলি লাস্করকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় প্রশাসন প্রায় ১.৬ লাখ খোদিত সাইকোট্রপিক ট্যাবলেট জব্দ করে, যা প্রায় ১৮.৬ কেজি ওজনের।পুলিশ জানিয়েছে, এই দ্বৈত অভিযান মণিপুর ও পার্শ্ববর্তী আসামের মাদকপাচার রুটে পুলিশি চাপে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তদন্ত চলাকালীন আরও গ্রেপ্তারি ঘটতে পারে।

বিকশিত ভারত: গ্রাম জি র‍্যাম জি প্রকল্পে গ্রামীণ উন্নয়নে জোর, জানালেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নকে আরও গতি দিতে বিকশিত ভারত: জি র‍্যাম জি প্রকল্প চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ডিডি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় দেশের গ্রামগুলিতে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হবে।মন্ত্রী জানান, নতুন এই প্রকল্পে গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য আইনগতভাবে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের দিনসংখ্যা ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সদ্য প্রণীত বিকশিত ভারত: জি র‍্যাম জি আইন অনুযায়ী, কাজের জন্য আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে যদি কর্মসংস্থান না দেওয়া হয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে বেকার ভাতা প্রদান করা হবে।শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেন, মজুরি, উপকরণ এবং প্রশাসনিক খাতে রাজ্যগুলির অংশসহ এই প্রকল্পে মোট বার্ষিক ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে ৯৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, এই প্রকল্প গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামবাংলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আজ থেকে কার্যকর ভারতীয় রেলের সংশোধিত যাত্রী ভাড়া কাঠামো

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : আজ থেকে যাত্রী ভাড়ার কাঠামো সংশোধন কার্যকর করল ভারতীয় রেল। যাত্রীদের সাধ্যের মধ্যে ভাড়া বজায় রাখা এবং রেলের পরিচালনাগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই ভাড়া যৌক্তিককরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

সংশোধিত ভাড়া কাঠামো অনুযায়ী, শহরতলি পরিষেবা ও সিজন টিকিটের ক্ষেত্রে (শহরতলি ও অ-শহরতলি উভয় রুটেই) কোনও ভাড়া পরিবর্তন করা হয়নি। নতুন ভাড়া শুধুমাত্র আজ বা তার পর বুক করা টিকিটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আজকের আগে বুক করা টিকিটে, যাত্রা তারিখ পরে হলেও, অতিরিক্ত কোনও ভাড়া নেওয়া হবে না।

অ-এসি সাধারণ ট্রেন পরিষেবায় ধাপে ধাপে ভাড়া সংশোধন করা হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস অর্ডিনারিতে ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রার ক্ষেত্রে কোনও ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি, যাতে স্বল্প দূরত্বের ও দৈনন্দিন যাত্রীদের ওপর প্রভাব না পড়ে।

২১৬ কিমি থেকে ৭৫০ কিমি পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি ৫ টাকা, ৭৫১ কিমি থেকে ১২৫০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি ১০ টাকা, ১২৫১ কিমি থেকে ১৭৫০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি ১৫ টাকা, ১৭৫১ কিমি থেকে ২২৫০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি ২০ টাকা। স্লিপার ক্লাস অর্ডিনারি এবং ফার্স ক্লাস অর্ডিনারিতে অ-শহরতলি যাত্রার ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা হারে ভাড়া সংশোধন করা হয়েছে, যাতে ধীরে ও সীমিত হারে ভাড়া বৃদ্ধি হয়।

মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে নন-এসি ও এসিউভয় শ্রেণিতেই প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা হারে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্লিপার ক্লাস, ফার্স ক্লাস, এসি চেয়ার কার, এসি থ্রি-টিয়ার, এসি টু-টিয়ার এবং এসি ফার্স ক্লাস।

তেজস রাজধানী, রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত, বন্দে ভারত, হামসফর, অমৃত ভারত, তেজস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন পরিষেবার বেসিক ভাড়াও শ্রেণিভিত্তিক অনুমোদিত হারে সংশোধন করা হয়েছে।

রেল মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে যে রিজার্ভেশন ফি, সুপারফাস্ট সারচার্জ কিংবা অন্যান্য অতিরিক্ত চার্জে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। এগুলি আগের নিয়ম অনুযায়ীই আদায় করা হবে। পাশাপাশি জিএসটি সংক্রান্ত নিয়মেও কোনও পরিবর্তন নেই এবং ভাড়া আগের মতোই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাউন্ড অফ করা হবে।

অসমে ডায়োসিস স্কুলে হামলা বজরং দলের ভাঙচুরের অভিযোগ

নলবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর: অসমের নলবাড়ি শহরে বড়দিনের আগের রাতে একটি ডায়োসিস পরিচালিত স্কুলে হামলার অভিযোগ উঠেছে বজরং দল কর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার, বড়দিনের প্রাক্কালে, একদল বজরং দল কর্মী নলবাড়ির স্টেট মেরিজ ইংলিশ স্কুল (পানিগাঁও)-এ ঢুকে বড়দিনের সাজসজ্জা ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হামলাকারীরা বজরং দলের স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি 'জয় শ্রী রাম' ও 'জয় হিন্দু রাষ্ট্র' স্লোগান দিচ্ছে। অভিযোগ, একই দল নলবাড়ি শহরের একটি বাজারে গিয়ে বড়দিন উপলক্ষে বিক্রি হওয়া সান্তা টুপি ও মাস্কও ভেঙে ফেলে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়।

নলবাড়ির পুলিশ সুপার (এসএসপি) বিবেকানন্দ দাস জানান, স্টেট মেরিজ ইংলিশ স্কুলের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।তিনি বলেন, ''স্কুলে ভাঙচুরের পাশাপাশি ওই একই দল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে সান্তা টুপি ও মাস্কের মতো সামগ্রী পুড়িয়ে দেয়। দুই ঘটনার ভিত্তিতে একত্রে এফআইআর দায়ের করা হবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় নয় জন এই ঘটনায় জড়িত ছিল।"

বঙ্গাইগাঁও ডায়োসিসের ফাদার জেমস ভাডাকেয়িল জানান, ঘটনার সময় স্কুলটি ফাঁকা ছিল, কারণ শীতকালীন ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে প্রায় এক হাজার পড়ুয়া রয়েছে।

ফাদার জেমস বলেন, ''ওরা প্রথমে স্কুলের অধ্যক্ষকে খুঁজছিল, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। এরপর ওরা স্কুল চত্বরে থাকা যিশুর জন্মদৃশ্য (ন্যাটিভিটি ক্রিব) ও বড়দিনের সমস্ত সাজসজ্জা ভেঙে দেয়। ভর্তি সংক্রান্ত একটি বড় ব্যানারও ছিঁড়ে ফেলা হয়। পরে সেগুলি খুলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময় স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল।''এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

উন্নাও ধর্ষণ মামলায় কুলদীপ সেঙ্গারের জামিনের প্রতিবাদে দিল্লি হাই কোর্টের বাইরে বিক্ষোভ, নির্যাতিতার মায়ের দাবি দোষীর ফাঁসি হোক

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুক্রবার দিল্লি হাই কোর্টের বাইরে তীব্র বিক্ষোভ হয়। আদালত চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন এবং জামিনের আদেশের বিরোধিতা করেন।

দিল্লি হাই কোর্টের এই সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উন্নাও ধর্ষণ মামলার নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় নির্যাতিতা বলেন, আজ আদালতে যা হয়েছে, তাতে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত। তিনি আরও জানান, সেঙ্গারকে জামিন দেওয়ার শর্ত জানার পর তিনি নিজেকে চরমভাবে অসুরক্ষিত মনে করছেন।

এক সাক্ষাৎকারে নির্যাতিতার মা জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, ওর জামিন বাতিল হওয়া উচিত। আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব। হাই কোর্টের উপর আমাদের আর ভরসা নেই। সুপ্রিম কোর্টেও যদি বিচার না পাই, তবে অন্য দেশে যাব। আমার স্বামীর হত্যার জন্য যে ব্যক্তি দোষী, তাকে অবিলম্বে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

সংবাদসংস্থার প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, নির্যাতিতা ক্ষীব্র বিক্ষোভকারীদের দ্রুত প্রতিবাদ কর্মসূচি শেষ করার নির্দেশ দেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে না গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

বিক্ষোভে উপস্থিত নারী অধিকার কর্মী যোগিতা ভায়ানা বলেন, সারা দেশের নারীরা গভীরভাবে আহত যে একজন ধর্ষকের সাজা স্থগিত করা হয়েছে। এই ঘটনাটি এই আদালতেই ঘটেছে। তাই যে জায়গায় অবিচার হয়েছে, সেখান থেকেই আমরা ন্যায়বিচার চাইব।

আরেক বিক্ষোভকারী বলেন, যখন ঘোষণা করা হয়েছে যে কুলদীপ সেঙ্গার ধর্ষণ ও হত্যার মতো অপরাধ করেছে, তখন কোন ভিত্তিতে তাকে জামিন দেওয়া হলো? যদি তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সে বাইরে কেন? আমরা চাই ধর্ষককে ফের কারাগারে পাঠানো হোক, যাতে নারীরা নিরাপদ বোধ করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় কুলদীপ সেঙ্গারকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্ট তাঁর সাজা স্থগিত করে জানায়, তিনি ইতিমধ্যেই পকসো আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় কারাবাস করেছেন। আদালতের নির্দেশে সেঙ্গারকে নির্যাতিতার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও, তাতে পরিবারের উদ্বেগ কাটেনি। নির্যাতিতা জানান, অতীত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে খুব প্রভাবশালী। নিজে হাত নোংরা না করে অন্যদের দিয়ে কাজ করায়। ২০১৯ সালে যে গাড়ি দুর্ঘটনায় আমার দুই আত্মীয় ও আমার আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছিল, সেটাও ওর লোকেরাই করেছিল। এখন সে বাইরে থাকলে আমরা সবাই বিপদে।

বর্তমানে ২৪ বছর বয়সি নির্যাতিতা দিল্লির বাসিন্দা। সেঙ্গারকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দেওয়ার পর আদালতের নির্দেশে তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবং সর্বক্ষণ পাঁচ থেকে ১১ জন সিআরপিএফ জওয়ান তাঁর সঙ্গে থাকছেন। তবে নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁর ও তাঁর তিন সন্তানের জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল, তা পরে তুলে নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি,
যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১২ এপ্রিল।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-ওয়ান (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,
বয়স ঃ ১৬.৫-১৯.৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
১২ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি, কলকাতা সহ ১০টি বড় শহরে,
কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল জি.ডি. (কেন্দ্রীয় পুলিশ),**
শূন্যপদ ঃ ২৫,৪৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (ডি.আর.ডি.ও),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পেটেন্ট এগজামিনার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি,
লিখিত/কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সপার্টস (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক, কোচ ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জানুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.সি পাশ, নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫১ চাকরি

আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস-এ নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১২ এপ্রিল। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৪৫১ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ২৬, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৫ এবং মহিলা - ১৮। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (ওয়ান), ২০২৬) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখে। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ০৪/২০২৬. সিডিএস - ওয়ান, প্রকাশের তারিখ ২০-১২-২০২৫। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে।

শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ২৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০১-২০২৭ তারিখের হিসেবে ১৯ থেকে ২৪ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ২০২৬-এর ১২ এপ্রিল। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক পাশদের ২৫ হাজার চাকরি

আগরতলা।। কেন্দ্রীয় পুলিশে জিডি পদে চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যওয়ারি শূন্যপদের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়েছে। আবেদনের আগে বিষয়টা তেমন জরুরী না হলেও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তা আবশ্যক। বিষয়টি জানার জন্য অনেকেরই ইচ্ছে রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো। কেন্দ্রীয় পুলিশে চাকরির জন্য অবশ্যই অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। সারা দেশের সাত বাহিনীতে মাধ্যমিক যোগ্যতায় ২৫,৪৮৭ কনস্টেবল, রাইফেলম্যান নিয়োগ করা হচ্ছে। বাছাই প্রক্রিয়ার ধাপ চারটি। প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, পরে পিইটি এবং পিএসটি। সবশেষে মেডিক্যাল টেস্ট। কিন্তু সবার আগে যা প্রয়োজন, সেটা হলো সঠিকভাবে দরখাস্ত করা। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ যেমন সহজ, তেমনি নিশ্চিত। রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড সমস্ত কিছুই দেয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বলেই, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অনলাইনে নিখুঁতভাবে ফিলাপের কথা বলা হচ্ছে। মোদ্দাকথা, ত্রিপুরা সহ সারা দেশ থেকে ২৫,৪৮৭ কনস্টেবল ও রাইফেলম্যান (পুরুষ ও মহিলা) নেয়া হবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীগুলিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য এবারও পরীক্ষা নেবেন এস এস সি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মূল মাইনে কেন্দ্রীয় পে কমিশন মোতাবেক ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা বেতনক্রম অনুসারে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশে ছড়িয়ে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীগুলির ৭টি শাখা যেমন বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, এসএসএফ ও আসাম রাইফেলসের জন্য মোট ২৫,৪৮৭ পদে নিয়োগের মধ্যে ত্রিপুরা থেকেও বেশ কিছু শূন্যপদে নিয়োগ হবে। এর মধ্যে জেনারেল, এসসি, এসটি ও ওবিসি পর্যায়ের পদ পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। মেয়েদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু পদ। এসএসসি'র পক্ষ থেকে রাজ্যভিত্তিক কোটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। তবে অনলাইনে কাজ শুরু আগে নির্ধারিত মাপে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেয়াও সুবিধাজনক। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। এককথায় অনলাইনে (ইন্টারনেটে) দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠানো, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, পদ্ধতি এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড) ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে সারা দেশের হিসেবে মোট ২৫,৪৮৭ শূন্যপদের মধ্যে পুরুষ - ২৩ হাজার ৪৬৭ জন। এর মধ্যে এসসি - ৩,৪৩৩ জন, এসটি - ২,০৯১ জন, ওবিসি - ৫,৩২৯ জন, ইডব্লিওএস (অর্থনৈতিক অনগ্রসর) - ২,৪১৬ জন, অসংরক্ষিত - ১০,১৯৮ জন। একইভাবে মহিলা শূন্যপদ ২ হাজার ২০ জনের মধ্যে এসসি - ২৬৯ জন, এসটি - ২২২ জন, ওবিসি - ৪৩৬ জন, ইডব্লিওএস (অর্থনৈতিক অনগ্রসর) - ১৮৯ জন, অসংরক্ষিত - ৯০৪ জন। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে একাধিক দিনে। তবে কবে থেকে শুরু হবে, তা কিন্তু এখনও স্থির হয়নি। তবে প্রার্থীদের অবশ্যই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা অর্থাৎ ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এর জন্য অবশ্য এসএসসি'র তরফ থেকে উপযুক্ত প্রার্থীদের ঠিকানায়, ই-মেলে, ফোন নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে কল লেটার বা এডমিট কার্ডের কথা জানানো হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে তবেই ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ দৌড় পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় আবার নির্দিষ্ট দূরত্বের দৌড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারলেই সফল হবেন। এর পর ডাকা হবে শারীরিক মাপজোকের বিষয় নিশ্চয়তার জন্য। সফল প্রার্থীদের আবার সবশেষে মেডিক্যাল টেস্ট নেয়া হবে। সার্বিক পরীক্ষার শেষে মেধার ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে।

যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা নিচের মতো শারীরিক মাপঝোক থাকলে এবং ০১-০১-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৩ এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২-১-২০০৩ থেকে ১-১-২০০৮-এর মধ্যে। ওবিসিদের জন্য ৩ বছরের এবং এস সি / এস টি-দের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই, কম্পিউটার, টাইপ রাইটিং ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন নেই। অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষিতরাও আবেদনের যোগ্য। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে থাকলে তবেই আবেদন করা যাবে। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা। সময় এক ঘন্টা। মোট নম্বর ১৬০, প্রশ্নও থাকবে ৮০টি। প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান দুই। থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল নলেজ এন্ড জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, এলিমেন্টারি ম্যাথ, ইংলিশ/ হিন্দি। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতি ২টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে খোয়াতে হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরি হবে, কোনও ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্ট নেই। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায়। এতে ছেলেদের জন্য থাকবে ৫ কিমি. দৌড়, ২৪ মিনিট সময়ের মধ্যে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি দৌড়, সময় সাড়ে ৮ মিনিট। এতে সফল হলে শারীরিক মাপজোপ খতিয়ে দেখা হবে। সব শেষে হবে মেডিক্যাল টেস্ট।

শারীরিক মাপঝোক হতে হবে ঃ ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২.৫ সেমি, বুকের মাপ না ফুলিয়ে ৮০ সেমি। ৫ সেমি প্রসারিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (একমাত্র এস টি) পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭ সেমি। বুকের মাপ না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। ৫ সেমি প্রসারিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২.৫ সেমি। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (একমাত্র এস টি) মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৪৭.৫ সেমি। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায় (কোড নং ৫৬০১)

স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

আগরতলা ।। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ দিন পিছুলো। স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। দরখাস্তের শেষ তারিখ পিছিয়ে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের বিশেষ সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে ৯৯৬ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ৪২-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯৯৬-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৭২টি, এসটি'র জন্য ৮৪টি, ওবিসি'র জন্য ২৬১টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৯৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৮৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৬৫টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন, বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। এমবিএ/ পিজিডিসিএম পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে।

শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি নিজস্ব।

এক্স হ্যান্ডেলে পরিবর্তন আনতে চাপ দেওয়া হয়েছিল' হুরিয়ত উপাধি সরানো নিয়ে মিরওয়াইজ উমর ফারুক

শ্রীনগর, ২৬ ডিসেম্বর: কাশ্মীরের প্রবীণ ধর্মীয় নেতা ও প্রধান ইমাম মিরওয়াইজ উমর ফারুক শুক্রবার জানিয়েছেন, তাঁর এক্স (পূর্বতন টুইটার) প্রোফাইল থেকে 'হুরিয়ত চেয়ারম্যান' উপাধি সরাতে তাঁকে প্রশাসনের তরফে চাপ দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি তাঁকে কার্যত "হবসনের চয়েস"-এর সামনে দাঁড় করিয়েছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মিরওয়াইজ উমর ফারুক লেখেন, কিছু সময় ধরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমার এক্স হ্যান্ডেলে 'হুরিয়ত চেয়ারম্যান' পরিচয় পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কারণ, হুরিয়ত কনফারেন্সের সব শরিক সংগঠন যার মধ্যে আমার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি অ্যাকশন কমিটিও রয়েছেইউএপিএ-র আওতায় নিষিদ্ধ হয়েছে। ফলে হুরিয়ত এখন একটি নিষিদ্ধ সংগঠন। বলা হয়েছিল, পরিবর্তন না করলে আমার হ্যান্ডেল সরিয়ে দেওয়া হবে।তিনি আরও লেখেন, যখন জনপরিসর ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলো মারাত্মকভাবে সীমিত, তখন এই প্ল্যাটফর্মটি আমার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এবং আমাদের বিষয়গুলি তাদের ও বাইরের বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অন্যতম অল্প কয়েকটি মাধ্যম। এই পরিস্থিতিতে আমার সামনে কোনও বাস্তব বিকল্প ছিল না।"

উল্লেখ্য, মিরওয়াইজ উমর ফারুক ছিলেন ১৯৯৩ সালে গঠিত সর্বদলীয় হুরিয়ত কনফারেন্স (এপিএইচসি)-র প্রথম চেয়ারম্যান। এই সংগঠনে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী সংগঠন ও বিভিন্ন নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুরিয়ত কনফারেন্স কাশ্মীরকে একটি "বিতর্কিত অঞ্চল" হিসেবে উল্লেখ করে এবং কাশ্মীর ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব কার্যকর করার দাবি জানিয়ে আসছিল।

২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার পর হুরিয়ত কনফারেন্সকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর সংগঠনের সব শরিক গোষ্ঠীর আর্থিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তদন্ত শুরু করে। তদন্তে অভিযোগ ওঠে, এই সংগঠনগুলির অর্থের উৎস পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের বাইরে আইএসআই-র মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যুক্ত।

২০১৯ সালের পর থেকে হুরিয়ত কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তার শরিক সংগঠনগুলিও একে একে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে শুরু করে। এক সময় হুরিয়তের ব্যানারে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি, বনধ ও প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হতো, যা পরে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিযোগ।

জম্মু ও কাশ্মীর সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসার পর থেকে হুরিয়তের ডাকে রাস্তার প্রতিবাদ, বনধ বা মিছিল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে কাশ্মীরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটনসহ দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিকভাবে চলছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মিরওয়াইজ উমর ফারুকের পিতা প্রয়াত মিরওয়াইজ মৌলানা মহম্মদ ফারুক ১৯৬৩ সালে পবিত্র অবশেষ আন্দোলনের সময় আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনটিও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলির অন্যতম ভারত। সংস্থার শাসনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক আলোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে ভারত নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে।

ইসি জানিয়েছে, চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের অনন্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংস্থার বৈশ্বিক কর্মসূচিকে দিশা দেখাবেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থার মধ্যে জ্ঞান বিনিময়, পেশাদার নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং তথ্যভিত্তিক নির্বাচনী সংস্কারকে উৎসাহিত করা হবে।"

প্রায় এক বিলিয়ন ভোটার নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারত তার স্বচ্ছ, সুসংগঠিত ও নথিভুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা আগামী এক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন সংস্থার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উদ্যোগ নেবে বলে জানানো হয়েছে।

এয়ার পিউরিফায়ারের উপর জিএসটি নিয়ে কাউন্সিলের বৈঠক সরাসরি হওয়াই বাধ্যতামূলক: দিল্লি হাইকোর্টে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: এয়ার পিউরিফায়ারের উপর জিএসটি কমানো বা তুলে নেওয়া নিয়ে যদি জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক হয়, তবে তা শুধুমাত্র সরাসরি (শারীরিকভাবে) অনুষ্ঠিত হতে পারে, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নয়শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে এই বক্তব্য জানাল কেন্দ্র সরকার। বিচারপতি বিকাশ মহাজন ও বিচারপতি বিনোদ কুমারের অবকাশকালীন বেঞ্চের সামনে কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এন. ভেঙ্কটরামন আদালতকে জানান, এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত কাউন্টার-অ্যাফিডেভিট দাখিল করার জন্য কেন্দ্রের সময় প্রয়োজন। আদালত কেন্দ্রকে ১০ দিনের সময় দেয় এবং পরে আবেদনকারীকে জবাব (রিজয়েন্ডার) দাখিলের স্বাধীনতা দেয়।

আদালতের আদেশে বলা হয়, ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার পক্ষে উপস্থিত জানান যে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক যদি হয়, তা কেবলমাত্র সরাসরি পদ্ধতিতেই সম্ভব, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নয়। পাশাপাশি একটি বিস্তারিত কাউন্টার অ্যাফিডেভিট দাখিল করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, এই জনস্বার্থ মামলায় এয়ার পিউরিফায়ারকে 'মেডিক্যাল ডিভাইস' হিসেবে ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। শুনানিকালে ভেঙ্কটরামন মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, আবেদনটি ''লোডেড'' এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন নির্দেশ চাওয়া হলেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। তিনি বলেন, গতকাল আমাদের একটি জরুরি বৈঠক হয়েছিল। এই পিআইএল নিয়ে আমাদের উদ্বেগ আছে। আমরা জানি না এর পেছনে কারা রয়েছে। এটা আসলে পিআইএল নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রক পর্যন্ত পক্ষ নয়।"

এএসজি আরও জানান, জিএসটি কাউন্সিল একটি সাংবিধানিক সংস্থা, যেখানে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা থাকেন। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সম্মত হতে হয়। অর্থমন্ত্রীদের উপস্থিতি থাকে। যদি কোনও বিষয়ে ভোটাভুটি হয়, তা শুধুমাত্র সরাসরি বৈঠকেই সম্ভব, তিনি যুক্তি দেন।

কেন্দ্রের আইনজীবী আরও সতর্ক করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে জিএসটি কমানোর নির্দেশ দিলে তা "প্যান্ডোরার বাক্স" খুলে দিতে পারে।

একটি সংসদীয় কমিটি সুপারিশ করেছে। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। আমরা এখনই কিছু বলছি নাজিএসটি কমতেও পারে, নাও পারে। এটি একটি সাংবিধানিক বিষয়, তিনি বলেন। পাশাপাশি তিনি প্রস্তাব দেন, এই পিআইএল-কে জিএসটি কাউন্সিলের কাছে একটি আবেদন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে, আবেদনকারী আইনজীবী কপিল মাদান কেন্দ্রের আপত্তির বিরোধিতা করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের উপর ভরসা করেন। তাঁর দাবি, এয়ার পিউরিফায়ার ভুল জিএসটি স্ল্যাবে কর আরোপের আওতায় রয়েছে।

তিনি বলেন, নোটিফিকেশনটি সাধারণভাবে পড়লেই বোঝা যায় যে এগুলি অন্য একটি সিডিউলের আওতায় পড়ে এবং ভুলভাবে কর আরোপ করা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন, বিলম্ব হলে জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দাদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।তবে দিল্লি হাইকোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, কেন্দ্রের কাউন্টার-অ্যাফিডেভিট না দেখে কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। বেঞ্চ মন্তব্য করে, আজ কাউন্টার অ্যাফিডেভিট ছাড়া আদালতের পক্ষে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার শুক্রবার উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি ভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে তিনি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া-র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

চলতি মাসের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সুইডেন সফরে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সফরকালে তিনি সুইডিশ সংসদের সংবিধান বিষয়ক কমিটির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।এর আগে তিনি সুইডেনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া-র সদর দফতরে একটি ফলক উন্মোচন করেন এবং সংস্থার মহাসচিব ড. কেভিন কাসাস-জামোরার সঙ্গে বৈঠক করেন।স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া-র কাউন্সিল অব মেম্বার স্টেটসের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে আইডিয়া-র চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণ করেন। এই দায়িত্বে থেকে তিনি ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য সংস্থার সব কাউন্সিল বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন।১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা, যার লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করা। বর্তমানে সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৩৫টি দেশ, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে যুক্ত রয়েছে। সংস্থাটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল ও জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চেয়ারম্যানশিপ বিশ্বমঞ্চে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার স্বীকৃতি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

রাজস্থানের চোমুতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় আহত ৬ পুলিশকর্মী ২৪ ঘণ্টার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়া পরিষেবা বন্ধ

জয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর : রাজস্থানের জয়পুর জেলার চোমু শহরে একটি মসজিদের বাইরে লোহার রেলিং বসানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দ্রুত হিংসাত্মক রূপ নেয়। পাথর ছোড়ার ঘটনায় ছয়জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন চোমু এলাকায় ২৪ ঘণ্টার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোরে চোমুর প্রধান বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা পাথর ছোড়ে। এতে অন্তত ছয়জন পুলিশকর্মী আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকলের অবস্থাই বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। শুক্রবার সকাল থেকে পুরো এলাকা কার্যত হাই-সিকিউরিটি জোনে পরিণত হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী।উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। জয়পুর পুলিশ লাইন্স, হারমাডা, দৌলতপুরা, মুরলিপুরা এবং বিশ্বকর্মা থানার পুলিশ বাহিনী চোমুতে মোতায়েন করা হয়েছে। বাসস্ট্যান্ড এলাকা কার্যত পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। বিশেষ টাস্ক ফোর্স, রায়ট কন্টোল ভেহিকল এবং অতিরিক্ত বাহিনীও পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার চালানো একটি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অভিযানের পর। চোমু বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত একটি মসজিদের সামনে বহু বছর ধরে পড়ে থাকা পাথর মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মতিতেই সরানো হয়। এই কাজ বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে এবং থানা মোড় ও মরিজা তিরাহা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।এরপর ওই স্থানেই কিছু লোক লোহার গার্ডার ও রেলিং বসান, যা নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।পুলিশ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। অবশেষে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হলেও পরে পুলিশ রেলিং ও গার্ডার সরিয়ে নেয়। অভিযোগ, এর জেরেই ক্ষুব্ধ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটায়।উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পুলিশ কমিশনারের সুপারিশে ডিভিশনাল কমিশনার পুনম শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে শনিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত চোমু এলাকায় সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন, যাতে গুজব ছড়ানো রোধ করা যায়।এদিকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডা. রাজীব পচার, ডিসিপি ওয়েস্ট হনুমান প্রসাদ এবং অতিরিক্ত ডিসিপি রাজেশ গুপ্ত-সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাধারণ মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং হিংসায় জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছায়গাঁওয়ে উদ্বোধনের কয়েক মাস পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত অসমের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

গৌহাটি, ২৬ ডিসেম্বর : অসমের কামরূপ জেলার ছায়গাঁও বিধানসভা এলাকার একটি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট উদ্বোধনের মাত্র দুই মাসের মধ্যে কার্যকরভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় সরকারি তহবিলের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই ইউনিটটি ২৫ জুলাই ২০২৩ সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল, যা এলাকার প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে সূত্রের খবর, কার্যক্রম শুরু হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই থেকে পুনরায় কাজ শুরু হয়নি।

সরকারি কর্মকর্তারা বন্ধের কারণ হিসেবে যান্ত্রিক ত্রুটিকে উল্লেখ করেছেন। যদিও প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্ভাবনা থাকে, ছায়গাঁও স্টুডেন্টস' ইউনিয়নের সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, প্রায় দুই বছর ধরে ইউনিটটি বন্ধ থাকলেও কর্তৃপক্ষ কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

দীর্ঘ বন্ধের ফলে রাজ্যের উন্নয়ন দাবির সমালোচনা তীব্র হয়েছে, বিশেষ করে প্রকল্পটির জন্য লক্ষাধিক টাকা সরকারি তহবিল খরচ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়কালে এই ইউনিটটি আশেপাশের গ্রাম থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছিল, যা এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ছিল। অপারেশন বন্ধ থাকায় এলাকার প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকারি অর্থায়ন প্রকল্পে পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয়রা।প্রাক্তন কর্মকর্তারা ছায়গাঁও উন্নয়ন ব্লকের অধীনে ইউনিটের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণও পরিচালনা করেছিলেন। প্রশিক্ষণের সময় সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়তগুলিতে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ট্রাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও ছাত্র সংগঠনগুলি এখন কর্তৃপক্ষকে ইউনিটটি পুনরায় সচল করার বা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্পষ্ট করার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা সতর্ক করেছেন, যদি এই অবহেলা অব্যাহত থাকে, তবে তা সরকারি সম্পদের গুরুতর অপব্যবহার হিসাবে গণ্য হবে।

পরিচিতি জানাতে অনুরোধ

গত ১৩/১২/২০২৫ ইং তারিখে রাত আনুমানিক ২০:৫০ ঘটিকায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি হন এবং ১৪/১২/২০২৫ ইং তারিখে সকাল আনুমানিক ০৭:৩০ ঘটিকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি সম্পর্কে ধর্মনগর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে, যাহার নম্বর ধর্মনগর থানা জি.ডি. এন্ট্রি নং-১১, তারিখ ১৪/১২/২০২৫।

উক্ত অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। মৃত ব্যক্তির বিবরণ নিম্নরূপ-

লিঙ্গ : পুরুষ, বয়স : আনুমানিক ৪০/৫০ বছর, উচ্চতা: ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি,গায়ের রং : শ্যামলা, গঠন: ছিপছিপে, মুখমণ্ডল: লম্বাটে, চুল: বাদামী ও সাদা মিশ্রিত, দৈর্ঘ্য প্রায় ২ ইঞ্চি,দাড়ি : কালো ও সাদা মিশ্রিত, দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ সেমি, পরিহিত পোশাক: নীল জিন্স প্যান্ট ও অ্যাশ রঙের লুঙ্গি (ইনার)

উপরোক্ত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায়/নম্বরসমূহে অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা:
ধর্মনগর থানা, উত্তর ত্রিপুরা : ৬০০৯৯০৫০৮৩
এস.ডি.পি.ও., ধর্মনগর : ৯৪০২১২১৯০০
পুলিশ সুপার, উত্তর ত্রিপুরা : ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬
পুলিশ কন্ট্রোল রুম, উত্তর ত্রিপুরা : ০৩৮২২-২৩৪৪১১
তদন্তকারী অফিসার :৭০০৫৫২৪৫০৩.

ICA/D-1649/25

মিজোরামের কণ্ঠশিল্পী এস্টার লালধাওমি হ্নামতে পেলেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার

লুংলেই, ২৬ ডিসেম্বর : দক্ষিণ মিজোরামের লুংলেই শহরের কণ্ঠশিল্পী এস্টার লালধাওমি হ্নামতে তার কিশোর বয়সেই সংগীত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

৯ জুন ২০১৬ সালে জন্ম নেওয়া হ্নামতে মাত্র তিন বছর বয়সে গান গাওয়া শুরু করেন এবং প্রধানত চার্চ ও স্থানীয় অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন। অক্টোবর ২০২০ সালে তার "বন্দে মাতরম" গানটির ভিডিও জাতীয় পর্যায়ে ভাইরাল হয়, যা মিজোরামের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জোরমথাঙ্গা এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শেয়ার করেন।

আগস্ট ২০২১ সালে তিনি ইউটিউবে জাতীয় সঙ্গীতের একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেন, যেখানে আসাম রাইফেলসের সদস্যরা অংশগ্রহণ ও প্রকল্পটিকে স্পন্সর করেন। ভিডিওটি প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে তিন মিলিয়ন ভিউ পার করে এবং বর্তমানে এর ভিউ সংখ্যা ৪৭ মিলিয়নেরও বেশি।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে হ্নামতে প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিতিতে "ভন্দে মাতরম" পরিবেশন করেন আস্তালক্ষ্মী মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ওই অনুষ্ঠানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি নর্থইস্ট মাসকট ডল "পূর্বী" উপহার দেন।

তিনি তার তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। হ্নামতে বিভিন্ন স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মিজোরামের সাবেক রাজ্যপাল পি এস শ্রীধরন পিল্লাই-এর বিশেষ প্রশংসা এবং ডালমিয়া সিমেন্ট ভারতের তরফে প্রদত্ত ইয়ং অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড। ২০২১ সালে তিনি একটি বিজ্ঞাপনে আমুল গার্ল হিসেবে হন।

কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায় বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাত

কর্ণাটক, ২৬ ডিসেম্বর : কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাতজন হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের চালক আজ ভোররাতে গুরুতর আহত অবস্থায় মারা যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলে জানিয়েছে প্রশাসন।গতকাল একটি স্লিপার কোচ বাস একটি কনটেনার ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ছয়জন যাত্রী প্রাণ হারান এবং ২১ জন দগ্ধ হয়ে আহত হন। দুর্ঘটনার পর বাস থেকে পাঁচটি এবং কনটেনার ট্রাক থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহত যাত্রীদের দেহাবশেষ ডিএনএ পরীক্ষার ফল পাওয়ার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অস্থির নমুনা পাঠানো হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন।

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Manu vide No.F.5-1/TR04D-1625/MFSD/2025-26/11858-61 dated 20/11/2025, that while patrolling duty by Sri Ram Kumar Sinha, Fr, I/C FPU, Manu along with his staffs has seized a vehicle bearing Registration No. TR04D-1625 (TATA ACE Maxi Truck) from Manu area on 19/11/2025 at about 06:00 AM vide his OR No.17, dated, 19/11/2025 for illegally carried teak sawn timber over 1.034 cum without any documents (GP/TP) and without permission of the authority.

AND WHEREAS, Sri Ram Kumar Sinha, Fr checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 1.304 cum teak sawn timber. Then said vehicle bearing registration no. TR04D-1625 (TATA ACE Maxi Truck) was seized by Sri Ram Kumar Sinha, Fr under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FPU Camp Complex, Manu.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR04D-1625 (TATA ACE Maxi Truck) for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-II/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR04D-1625 (TATA ACE Maxi Truck) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my Seal and signature of this day on 23/12/2025.

[Ms. Sangita Aba Khatal [IFS]
[Authorized Officer] District Forest Officer,
Dhalai, District Ambassa.

ICA/D-1645/25

সিপিআইএম পার্টি সদর দপ্তরে মাও সেতুং-এর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি নিজস্ব।

সহজ জীবনযাপন উন্নত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সংস্কার প্রক্রিয়া আরও জোরদার হবে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার জানিয়েছেন, তাঁর সরকার নাগরিকদের 'ইজ অব লিভিং' বা সহজ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগামী দিনে আরও বেশি উদ্যমের সঙ্গে সংস্কারের ধারা অব্যাহত থাকবে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ মাইগভইন্ডিয়া হ্যান্ডলের একটি থ্রেডের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, আমাদের সরকার 'ইজ অব লিভিং' উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নীচের এই থ্রেডে তারই উদাহরণ দেওয়া হয়েছেকীভাবে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছি। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সংস্কার প্রক্রিয়া আরও বেশি শক্তি ও উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যাবে।

মাইগভইন্ডিয়া তাদের পোস্টে জানায়, প্রকৃত সংস্কারের পরীক্ষা হলতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাপ কতটা কমাতে পারে।

পোস্টে বলা হয়, ২০২৫ সালে শাসনব্যবস্থায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেছে, যেখানে জটিলতার বদলে ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সহজতর কর আইন, দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি, আধুনিক শ্রম কোড এবং অপরাধমুক্ত কমপ্লায়েন্স নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য জটিলতা কমিয়েছে। আস্থা, পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে সুপরিকল্পিত নীতি নীরবে দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করতে পারে।মাইগভইন্ডিয়া জানায়, লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জন্য করছাড় বাস্তবে রূপ পেয়েছে। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর দিতে হচ্ছে না। এর ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি তাঁদের উপার্জনের আরও বেশি অংশ নিজেদের কাছে রাখতে পারছেন, যা ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।

পোস্টে আরও বলা হয়, নতুন ভারতের জন্য নতুন কর আইন। ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের পরিবর্তে প্রণীত আয়কর আইন, ২০২৫ সরাসরি কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, ন্যায্য ও সহজ করেছে। এতে করদাতাদের জন্য নিয়ম মানা সহজ হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

ছোট ও মাঝারি ব্যবসার ক্ষেত্রেও স্বস্তি এসেছে বলে জানানো হয়েছে। বিনিয়োগ ও টার্নওভারের সীমা বাড়ানোয় এমএসএমই সংস্থাগুলি সুবিধা হারানোর ভয় ছাড়াই নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারছে। এতে ঋণ ও করছাড়ের সুবিধা বজায় রেখে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় উদ্যোগ শক্তিশালী হচ্ছে। এছাড়া ২৯টি শ্রম আইনকে সরলীকরণ করে চারটি স্পষ্ট কোডে রূপান্তর করা হয়েছেযেখানে মজুরি, নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রম সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত। এতে শ্রমিকদের অধিকার আরও পরিষ্কার হয়েছে, নিয়ম মানা সহজ হয়েছে এবং নারীরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন।

জিএসটি সংস্কারের ক্ষেত্রেও সহজ করহার, সহজ নিবন্ধন, স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া ও দ্রুত রিফান্ডের মাধ্যমে ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। মাইগভইন্ডিয়া জানায়, এর প্রভাব স্পষ্টদীপাবলিতে রেকর্ড ৬.০৫ লক্ষ কোটি টাকার বিক্রি এবং গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নবরাত্রির কেনাকাটা তার প্রমাণ।

আগামী প্রজন্মই

● প্রথম পাতার পর

উৎপাদন ক্ষেত্র এবং যুব ভারত-এর মতো নীতিগুলির কেন্দ্রে রয়েছে যুবসমাজ। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত বিশ্বের অন্যতম তরুণ দেশ হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। নতুন শিক্ষা নীতির বহুমুখী পাঠক্রম ও প্রযুক্তির ব্যবহারই 'বিকশিত ভারত'-এর ভিত গড়ে তুলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাহিবজাদাদের আত্মত্যাগ স্মরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রত্যাশা পূরণে যুব শক্তির ক্ষমতায়নই দেশের ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিপিআইএম নেতা নিতাই দাসের প্রয়াণে শোকের ছায়া শেষ শ্রদ্ধায় মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৬ ডিসেম্বর:সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য ও দীর্ঘদিনের দুর্লভ নারায়ন অঞ্চল কমিটির সম্পাদক নিতাই দাস (বয়স ৬২) আর নেই। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আগরতলার জিবি হাসপাতালে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, নিতাই দাস দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে তক্সা পাড়া অঞ্চল কমিটি ও দুর্লভ নারায়ন অঞ্চল কমিটিসহ সিপিআইএমের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাতেই তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে শোকস্তব্ধ পরিবেশে ভিড় জমতে শুরু করে। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস, জেলা কমিটির সদস্য বাণী সিং দেববর্মা, মহকুমা কমিটির সদস্যা প্রতিভা দাস সরকার, অঞ্চল কমিটির সদস্য সুবল দেবনাথ, সুভাষ দেবনাথ, প্রাণ বল্লভ পাল, শংকর দাস, নান্টু দাসসহ দলের বহু নেতাকর্মী।

প্রয়াত নিতাই দাসের মরদেহে প্রথমে দলীয় রক্তিম পতাকা তুলে দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান তপন দাস ও বাণী সিং দেববর্মা। পরে শেষরাতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ প্রয়াত নিতাই দাসকে শেষবারের মতো এক নজর দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। এলাকায় তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জাপানের একটি কারখানায় ছুরিকাঘাত ও তরল স্প্রে হামলায় ১৪ জন আহত; সন্দেহভাজন আটক

জাপান, ২৬ ডিসেম্বর :জাপানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একটি কারখানায় ছুরিকাঘাত এবং অজানা ধরনের তরল স্প্রে হামলায় ১৪ জন আহত হন, জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি।শিজুওকা প্রিফেকচারের মিশিমা শহরের অগ্নিনির্বাপক বিভাগের কর্মকর্তা তমোহারু সুগিয়ামা জানিয়েছেন, ১৪ জনকে জরুরি সেবার মাধ্যমে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

তিনি বলেন, স্থানীয় সময় বিকেল ৪.৩০ নাগাদ কাছাকাছি একটি রবার কারখানা থেকে খবর আসে যে "কেউ পাঁচ বা ছয় জনকে ছুরিকাঘাত করেছে" এবং সেই সঙ্গে "স্প্রে ধরনের তরল"ও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলার পরে সন্দেহভাজনকে কর্তৃপক্ষ আটক করেছে।

জোরপূর্বক অন্য ধর্মে

● প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানেও যে পরিমাণে হিন্দু, শিখ বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিল তাদের জনসংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, নিবন্ধ হয়। বীর বাল দিবসে এসম্পর্কে মনে করতে হয়। আর এর বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এবিষয়ে আওয়াজ তোলা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে প্রথম 'বীর বাল দিবস' পালনের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই থেকেই প্রতি বছর ২৬ ডিসেম্বর দেশজুড়ে এই দিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। দিনটি পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যাতে আগামী প্রজন্ম সাহস, আত্মত্যাগ ও নৈতিকতার মূল্যবোধ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে। এর মাধ্যমে যুবদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং কিভাবে বলিদান দিতে হয় ও নিজের প্রতি কতটুকু আস্থা থাকলে, ধর্মের প্রতি, দেশের প্রতি আস্থা থাকলে, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় অর্জন করা যায়। এর পাশাপাশি এই বীর বাল দিবস শুধু দেখা বা ইতিহাস শোনার জন্য নয়, এর মাধ্যমে আত্মত্যাগ ও ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা যায়। এই বীর বাল দিবস থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ডাঃ সাহা বলেন, যদি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যথাযথ শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তারমধ্যেও অনেক কিছু পাওয়া যাবে যেটা বড় বড় ব্যক্তিদেরও থাকে না। আজ বীর বাল দিবসে শিখ সম্প্রদায় সহ ত্রিপুরা ও ভারতবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশাত্মবোধক চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

এদিন এই কার্য্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ শিখ ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ত্রিপুরায় ৬ মেগাওয়াট ছুঁলো

● প্রথম পাতার পর

গ্রাম থেকে শহরত্রিপুরার নানা প্রান্তে ছাদের ওপর ঝিলমিল করা সৌর প্যানেল যেন নতুন এক ভাষায় কথা বলছে। এই ভাষা উন্নয়নের, আত্মনির্ভরতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যাওয়ার। বিদ্যুৎ বিল শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার পাশাপাশি এই প্রকল্প মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সহাবস্থান করেই এগিয়ে যেতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা আজ প্রমাণ করেছে, উন্নয়নের আলো শুধু বিদ্যুৎ খুঁটির তারে আটকে থাকে না। সেই আলো মানুষের মনে জ্বলে, স্বপ্ন দেখায় এক স্বনির্ভর, সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের। সূর্যের এই আলোয় রাজ্যের আকাশ যেমন উজ্জ্বল, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ত্রিপুরার আগামীর পথ।

নাশকতায় পুড়ে ছাই পোলট্রি ফার্ম

● প্রথম পাতার পর

ভোররাতে পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতীরা তার পোলট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে মুহূর্তের মধ্যে দুটি পোলট্রি ফার্মের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে জ্যান্ত পুড়ে মারা যায় ৬৫০টি মোরগ ছানা। পাশাপাশি দুটি ফার্মঘর, মোরগের খাবার, জলের সিন্টেক্স ট্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সম্পূর্ণভাবে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পোলট্রি ফার্মের মালিক। প্রশাসনের কাছে তার আবেদন, দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

নতুন ট্রাফিক আইন

● প্রথম পাতার পর

এ বিষয়ে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে এই অনিয়ম বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, না হলে আগামী দিনে বড়সড় দুর্ঘটনা অনিবার্য।

বাগাইছড়ায় বসতঘর থেকে বিষধর মনোক্লেড কোবরা উদ্ধার, বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: অ্যানিমেল এইড অ্যালায়েন্সের তৎপরতায় বাগাইছড়া এলাকার পরেশ দেবনাথের বাড়ির বসতঘর থেকে একটি তীব্র বিষধর মনোক্লেড কোবরা সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা যায়, সাপটি বাড়ির বিছানার মাথার কার্নিশে লুকিয়ে ছিল, যা পরিবারটির জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারত।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান অ্যানিমেল এইড অ্যালায়েন্সের সদস্য অসীম মজুমদার ও লকাই দে। তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সাপটিকে ত্রিশা অভয়ারণ্যের বনাঞ্চলে তার প্রাকৃতিক ও নিরাপদ আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ওই পরিবারের সদস্যরা। এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত চার মাসে অ্যানিমেল এইড অ্যালায়েন্স প্রায় ১৭০টি সাপ উদ্ধার করেছে, যা মানুষের জীবন ও বন্যপ্রাণউভয়ের সুরক্ষায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রমাণ।

লরির ধাক্কায় জীবনদীপ

● প্রথম পাতার পর

তিনি কুঞ্জবন রেশন দোকান থেকে পারিবারিক রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আনুমানিক বেলা এগারোটা নাগাদ আনন্দমার্গ স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় পৌঁছালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, চলন্ত অবস্থায় আচমকাই একটি ১২ চাকার ট্রাক (নম্বর: টিআর—০১—কিউ—১৬২৪)-এর পেছনের চাকায় পিষ্ট হন অজয় আচার্য্য। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি রাস্তায় পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং তাঁকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক নিমাই দাস ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেও পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পরবর্তী সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে অভিযুক্ত চালক ও সংশ্লিষ্ট ট্রাক কল্যাণপুর থানার হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত অজয় আচার্য্য প্রায় দেড় দশক ধরে কল্যাণপুর বাজার ও পার্শবর্তী এলাকায় পত্রিকা বিলির কাজ করতেন। অতীতে তিনি গৃহ শিক্ষকতা ও একটি বইয়ের দোকান পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্রসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে কল্যাণপুর প্রেসক্লাব। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানানো হয়েছে আন্তরিক সমবেদনা। অজয় আচার্য্যের অকাল প্রয়াণে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা জানান।

একজন সজ্জন ও পরিচিত মানুষের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা কল্যাণপুর এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোক। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ট্রাকচালকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ধর্মনগরে গৃহ পরিচারিকার

● প্রথম পাতার পর

তিনি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে কালিকাপুরে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। বাবার বাড়িতে বসবাস করলেও একই এলাকার বাসিন্দা নীলমোহন নাথের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন রত্না।

সূত্রের খবর, গত একমাস ধরে রত্না বাবার বাড়িতে না থেকে নীলমোহন নাথের বাড়িতেই থেকে কাজ করছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনি যে ঘরে ঘুমাতেন, সেই ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ না খোলায় বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হয়। বারবার ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পাওয়ায় স্থানীয়দের খবর দেওয়া হয়। পরে বাড়ির মালিক ও এলাকাবাসী মিলে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে বিছানায় নিথর অবস্থায় রত্না নাথকে পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে রত্নার বাবার বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে মৃত বলে নিশ্চিত করেন। এরপরই বিষয়টি ধর্মনগর মহিলা থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

বর্তমানে মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিকে রত্না নাথের মৃত্যু আত্মহত্যা না কি স্বাভাবিকতা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও সত্য উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় রয়েছেন কালিকাপুর এলাকার বাসিন্দারা।

শিক্ষকের মারে রক্তাক্ত ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

করেন। এতে তার মাথা ও বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক দেবরাজ চৌধুরীর দাবি, শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা দুষ্টুমি করছিল। ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তিনি সামান্যভাবে ছাত্রটিকে শাসন করেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি বেত্রাঘাত করেননি কিংবা কোনো বস্তু দিয়েও মারেননি। তাই এত গুরুতর আঘাত পাওয়ার কথা নয় বলে তিনি দাবি করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন বিদ্যালয় চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

যায় কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা শুরু করে এরপর সিটিস্ক্যান করার জন্য নিয়ে যায় এরেই মধ্যে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের

● প্রথম পাতার পর

যে হত্যাকারীরা ভারতে পালিয়ে গেছে, যদিও পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানায়, তারা হামলাকারীদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সে দেশের সরকারের দায়িত্ব উল্লেখ করে জয়সওয়াল বলেন, ভিন্ন কোনো দিক নির্দেশ করে বর্ণনা তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এদিকে, বিএনপি নেতা তারেক রহমানের ১৭ বছর পর যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে ভারতের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায় এবং দেশটিতে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অবাধ নির্বাচনের পক্ষে রয়েছে।

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জয়সওয়াল বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের অর্থ হলো সব দল ও মতাদর্শের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে আমি মর্মাহত। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

২০০৮ সালে ধর্মনগর বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিশ্ববন্ধু সেন। সেখানে তিনি জয়লাভ করে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন। তারপর ২০১৩ সালেও ফের কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েই তিনি একই বিধানসভা থেকে জয়লাভ করেন। ২০১৭ সালে বিজেপিতে যোগদান করেন ও ২০১৮ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার ১১তম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন।

থিয়েটার ও যাত্রাশিল্পীতেও রুচি রাখতেন তিনি। রাজনৈতিক জীবনে বিশ্ববন্ধু সেনের পথচলা ছিল দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য এবং সংসদীয় রীতিনীতি ও শালীনতার প্রশ্নে তিনি সর্বদা ছিলেন দৃঢ় ও নিষ্ঠাবান। তাঁর প্রয়াণে রাজ্য এক অভিজ্ঞ ও জননন্দিত জনপ্রতিনিধিকে হারাল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন ত্রিপুরার উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমেও নিবেদিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদি এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, ত্রিপুরা বিধানসভা স্পীকার বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি অসংখ্য সামাজিক উদ্যোগে তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই দুঃখজনক সময়ে আমার চিন্তা তার পরিবার এবং অনুরাগীদের সঙ্গে রয়েছে। ওম শান্তি। তাঁর প্রয়াণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তায় তিনি বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন, যিনি জনসেবায় বহু বছর নিয়োজিত ছিলেন। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যু রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বড় ক্ষতি এবং তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। এদিকে তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নীতিন নবীন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। রাজ্যের অগ্রগতিতে তাঁর অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা ও প্রার্থনা রইল।

এদিকে, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে রাজ্যজুড়ে গভীর শোকের আবহ। তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

২৬ ডিসেম্বর জারি করা সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এই সময়কালে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং কোনও ধরনের সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ২৬ ডিসেম্বর ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে বেঙ্গালুরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আগামী ২৭ ডিসেম্বর শনিবার তাঁর মরদেহ বেঙ্গালুরু থেকে আগরতলায় আনা হবে।

রাষ্ট্রীয় শোকের অংশ হিসেবে ২৬ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর, সরকারি সংস্থা (পিএসইউ) এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রয়াত অধ্যক্ষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ২৭ ডিসেম্বর তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববন্ধু সেন ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার ১১তম অধ্যক্ষ। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্য এক অভিজ্ঞ, সংযত ও জনপ্রিয় জননেতাকে হারাল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃত্বসর্বস্তরেই শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

এদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী বলেন, প্রয়াত বিশ্ববন্ধু আমার একান্ত আপনজন এবং রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। উনি আমার সমবয়সী ছিলেন। আশির দশক থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমরা একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসি। শুধু উত্তর জেলাতেই নয়, সমগ্র রাজ্যেই আমরা এক সঙ্গে দলীয় কার্যসূচি নিয়ে কাজ করেছি। বিশ্ববন্ধু সেন ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত সাংস্কৃতিক কর্মী। কবিতা, নাটক ও যাত্রা শিল্পে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আজ সহকর্মীর এই বিয়োগ সংবাদে মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত।"

তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী বিশ্ববন্ধু সেন ছাত্রজীবন থেকেই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজ্যে দলের একজন দক্ষ নেতা হিসেবে উত্তরের সর্বত্র দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কাজ করেছেন। তিনি জনদরদী নেতা ছিলেন, বিশেষ করে দীর্ঘ বাম জমানায় গরীব ও কর্মহীন যুব সম্প্রদায়ের পাশে থেকে তাদের মানসিক ও সামাজিক সহায়তা করেছেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, ২০০৮ সালে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি বিধানসভায় প্রবেশ করেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বিশ্ববন্ধু সেন সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় গভীর দক্ষতা অর্জন করে এক প্রতিবাদী ও গঠনমূলক কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীতে ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে তিনি আবারও ধর্মনগর থেকে নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিধানসভা কার্যক্রম প্রশংসনীয়ভাবে পরিচালনা করেন। গত ৫ই আগস্ট তিনি ধর্মনগরে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে আকস্মিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আগরতলায় জরুরি চিকিৎসার পর ব্যাঙ্গালোরে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। তবে আজ ভোররাত্রে তাঁর প্রয়াণ সংবাদ আসে।

তিনি আরো বলেন বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে রাজ্য রাজনীতি একজন দক্ষ সংগঠক, মানবদরদী জননেতা ও অভিজ্ঞ সংসদীয় ব্যক্তিত্বকে হারাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি হারালাম আমার এক প্রিয় বন্ধু ও সহযোদ্ধাকে। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি দিন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্য রাজনীতিতে। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। প্রদেশ বিজেপির তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, একজন আদর্শ জনপ্রতিনিধি, দক্ষ সংসদীয় নেতা ও মানবিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বর্গীয় বিশ্ববন্ধু সেন রাজ্যের মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিশ্ববন্ধু সেনের জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৩ মে ধর্মনগরের জয় হিন্দ রোডের সেন পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন কালী মোহন সেন এবং মাতা প্রতিভা রাণী সেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

এই গভীর শোকের মুহূর্তে বিজেপি, ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বিশ্ববন্ধু সেনের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য্য প্রদান করার জন্য মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 27-12-2025, 01:04

বিজয় হাজারে ট্রফি : পন্ডিচেরিকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। হারিয়েছে পন্ডিচেরিকে। তাও সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে। লীগ পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে কেরালার কাছে ১৪৫ রানে হেরে দলের অবস্থান কিছুটা ব্যাক ফুটে ঠেকলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই পন্ডিচেরিকে সাত উইকেটে হারিয়ে টিম ত্রিপুরা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এই জয়ের ফলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত মনোবল পরবর্তী ম্যাচগুলিতে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তাই এখন দেখার বিষয়। আমেদাবাদে এডিএসএ রেলওয়েজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে, আজ শুক্রবার সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পন্ডিচেরি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪১.৩ ওভার খেলে ১৫০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে জে. যাদব সর্বাধিক ৫১ রান পায়। এছাড়া, ভানু আনন্দের ৩০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। টিম ত্রিপুরার বোলার ভিকি সাহা ২৩ রানে এবং স্বপ্নিল সিং ৪৯ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, মনিশঙ্কর মুরাসিং ও অভিজিৎ সরকার পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩২.৩ খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। উদিয়ান বসুর দুর্দান্ত ৫৩ রান এবং বিজয় শংকরের অপরাজিত ৪৭ রান দলকে নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। উদিয়ান ৬১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান পায়। বিজয় ৬৩ বল খেলে ৪৭ রানে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। পন্ডিচেরির সাগর ওদেশি দুটি উইকেট পায় ১৬ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরার ভিকি সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

গুয়াহাটিতে অনূর্ধ ১৫ গার্লস ক্রিকেটে অংশ নিতে রাজ্যদলের জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোর কদমে। অনুষ্কার নেতৃত্বে রাজ্য দলের বালিকারা প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করছে দুবেলায়। ইতোমধ্যে রাজ্য দল গোহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। উল্লেখ্য, অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্লেট গ্রুপের আসর এবার গুয়াহাটিতে। এতে অংশ নিতে ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এখন জোর কদমে। ত্রিপুরা সহ আরও পাঁচটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য দল এতে অংশ নেবে সেগুলো হলো: মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও সিকিম। ২ জানুয়ারি ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ মিজোরামের বিরুদ্ধে। ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় খেলায় ত্রিপুরা খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও সিকিম মুখোমুখি হবে ৬ জানুয়ারি। গ্রুপ লীগের চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা ও মেঘালয় খেলবে ৮ জানুয়ারি। ১০ জানুয়ারি গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা হলো: অস্মিতা রায় (সহ-অধিনায়ক), অনুভা পাল, নেদ্রিনা বড়ুয়া (উইকেটরক্ষক), অনুষ্কা শীল (অধিনায়ক), ফুলেশ্বরী দেবনাথ, শ্রাবন্তী চৌধুরী, সৃজিতা মজুমদার, সাক্ষী বর্মা, স্নেহা নোয়াতিয়া (উইকেটরক্ষক), পূর্বা চৌধুরী, মহাশ্বেতা দাস, ঋদ্ধি নমঃ , অঙ্কিতা পাটারি, পাপিয়া দাস, হৃষিতা সূত্রধর, আকাঙ্ক্ষা দেবনাথ, সায়ন্তিকা সূত্রধর, শ্যামাশ্রী সেন, মুনমুন বণিক, রিমশা কর্মকার ও ক্রিস্টিনা রেমা। প্রধান কোচ তপন কুমার দেব, সহকারী কোচ মাম্পি দেবনাথ, ট্রেইনার রাজীব সিংহ রায়, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ।

মেলবোর্নে প্রথম দিনই পড়ল ২০ উইকেট! অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে বাগে পেয়েও নিজেরাই কোণঠাসা ইংল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতে যাওয়ার পরেও শুক্রবার মেলবোর্নে ‘বক্সিং ডে’ টেস্টের প্রথম দিন ভিড় জমিয়েছিলেন ৯৩,৪৪২ জন দর্শক। অ্যাশেজের ইতিহাসে কোনও টেস্টে এক দিন এত দর্শক খেলা দেখতে আসেননি। সেই ৯৩, ৪৪২ দর্শকের সামনে দাপট দেখালেন দু’দলের বোলারেরা। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৫২ রানে অল আউট হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়াকে বাগে পেয়েও সুবিধা করতে পারল না ইংল্যান্ড। ব্যাটিং ব্যর্থতায় তারাও ১১০ রানে অল আউট হয়ে গেল। প্রথম দিনে শেষে ইংল্যান্ডের থেকে ৪৬ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দিনের খেলা দেখে আলোচনা শুরু হয়েছে যে, এই টেস্টও না দু’দিনে শেষ হয়ে যায়।

পার্থকেও ছাপিয়ে গেল মেলবোর্ন। চলতি অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন পার্থে দু’দল মিলিয়ে ১৯ উইকেট পড়েছিল। মেলবোর্নে পড়ল ২০ উইকেট। দু’দলই অল আউট হল। এর আগে ১৯০৯ সালে অ্যাশেজে এই মেলবোর্নেই এক দিনে ২০ উইকেট পড়েছিল। ১১৬ বছর পর আবার নজির হল সেই মাঠেই।

মেলবোর্নে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত করেন বোলারেরা। এই সিরিজে ইংল্যান্ডকে বার বার সমস্যায় ফেলা ট্রেভিস হেড আউট হন ১২ রানে। প্রথম চার ব্যাটারের কেউ রান পাননি। পঞ্চম উইকেটে উসমান খোয়াজা ও অ্যালেক্স ক্যারে ছোট জুটি বাঁধেন। কিন্তু তাঁরাও বড় রান করতে পারেননি। খোয়াজা ২৯ ও ক্যারে ২০ রান করেন।

অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন আরও একটি ম্যাচে ব্যর্থ। আইপিএলের নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে কেনার পর থেকে ব্যাটে রান নেই গ্রিনের। এই ম্যাচে ১৭ রান করেন তিনি। পেসার মাইকেল নেসের দলের হয়ে সর্বাধিক ৩৫ রান করেন। তাঁর ব্যাটে দেড়শো পার হয় অস্ট্রেলিয়ার। শেষ পর্যন্ত ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে অল আউট হয়ে যান স্টিভ স্মিথেরা।

ইংল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল জশ টং। ৪৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। গাস অ্যাটকিনসন নিলেন ২ উইকেট। ব্রাইডন কার্স ও অধিনায়ক স্টোকসের ঝুলিতে ১ করে উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডেরও খেলতে সমস্যা হবে। তার পরেও আশায় বুক বেঁধেছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু শুরুতেই মিচেল স্টার্ক বুঝিয়ে দিলেন, ইংল্যান্ডের পেসারেরা যে কাজটা করেছেন, সেটা আরও ভাল ভাবে করতে পারেন তাঁরা। বেন ডাকেটকে (২) আউট করে প্রথম ধাক্কা দেন তিনি। তার পর থেকে টপ অর্ডারের আয়ারাম-গয়ারাম দশা। জ্যাক ক্রলি (৫), জেকব বেথেল (১) ও জো রুট (০) ব্যর্থ। ইংল্যান্ডের ওপেনিং জুটি ঘরের মাঠে এত ভাল খেলে। রুট একের পর এক শতরান করেন। কিন্তু বিদেশের মাঠে তাঁদের ব্যাটিং অনেক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। ঘরের মাঠে পাটা উইকেট বানিয়ে রানের পাহাড় গড়ে কি আখেরে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে তারা? চলতি অ্যাশেজ সিরিজ তো সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে। ১৬ রানে ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর পাল্টা আক্রমণের পথে হাঁটেন হ্যারি ব্রুক। উইকেটে পড়ে থাকার চেষ্টা না করে বড় শট খেলা শুরু করেন তিনি। স্টার্ক হোক বা স্কট বোলান্ড, কাউকে রেয়াত করছিলেন না। কিন্তু কত ক্ষণ টানবেন তিনি। ৪১ রান করে বোলান্ডের বলে আউট হয়ে ফেরেন ব্রুক। অধিনায়ক স্টোকস ১৬ রান করে নেসেরের শিকার হন।

গাস অ্যাটকিনসন না থাকলে ইংল্যান্ড ১০০ রানও করতে পারত না। ন’নম্বরে নেমে ২৮ রান করেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত ১০০-র গণ্ডি টপকায় দল। মাত্র ২৯.৫ ওভারে ১১০ রানে অল আউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড। ৩০ ওভারও যদি একটা দল খেলতে না পারে, তা হলে তারা টেস্ট জিতবে কী ভাবে? তা-ও আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে? এই ইনিংস অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিল।

অস্ট্রেলিয়ার পেসারেরাও নিজেদের মধ্যে ১০ উইকেট ভাগ করে নিলেন। নেসের ৪, বোলান্ড ৩, স্টার্ক ২ ও গ্রিন ১ উইকেট নিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া মাত্র এক ওভার ব্যাট করেছে। ৪ রান করেছে তারা। অর্থাৎ, প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ৪৬ রানে।

বিজয় হজারেতে ৬০ বলে ১০৬ রান রিঙ্কুর, চোট পেয়ে হাসপাতালে কেকেআরের ব্যাটার, ব্যাটিং ব্যর্থতায় হার বাংলার

আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন। এ বার করলেন শতরান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে ছন্দে রিঙ্কু সিংহ। উত্তরপ্রদেশের হয়ে শতরান করেছেন তিনি। কেকেআরের আর এক ক্রিকেটার অঙ্গকৃশ রঘুবংশী খেলার মাঝে চোট পেয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। আরও একটি শতরান করে নজির গড়েছেন বিদর্ভের ধ্রুপ শোরে। আগের ম্যাচ জিতলেও বরোদার কাছে লজ্জার হার হয়েছে বাংলার।

ছন্দে রিঙ্কু

বিজয় হজারের প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪৮ বলে ৬৭ রান করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক রিঙ্কু। ছ’টি চার ও দু’টি ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। ১৩৯.৫৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন কেকেআরের ব্যাটার। সেই ম্যাচে বেশি বল খেলার সুযোগ পাননি রিঙ্কু। কিন্তু চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সেই সুযোগ পেলেন। তাকে কাজেও লাগালেন রিঙ্কু। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাট করছিলেন তিনি। ৬০ বলে ১০৬ রান করে অপরাজিত থাকেন রিঙ্কু। ১১টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন তিনি। আগের ম্যাচের থেকে বেশি স্ট্রাইক রেটে (১৭৬.৬৭) রান করেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করে ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬৭ রান করেছে উত্তরপ্রদেশ।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা পেয়েছেন রিঙ্কু। ফিনিশার হিসাবে ভাবা হচ্ছে তাঁকে। যা পরিস্থিতি, তাতে প্রথম একাদশেও জায়গা হতে পারে। ভারতীয় দলের অনেক দিন খেলেননি কেকেআরের ব্যাটার। ফলে বিশ্বকাপের আগে এই প্রস্তুতি দরকার ছিল রিঙ্কুর।

রঘুবংশীর চোট

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছেন মুম্বইয়ের অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলেন তিনি। ব্যাট হাতে মাত্র ১১ রান করেন তিনি। পরে ফিল্ডিংয়ের সময় একটি কঠিন ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেন রঘুবংশী। ডাইভ দেওয়ার পর কাঁধে লাগে তাঁর। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। রঘুবংশীকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের একটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। রঘুবংশীর চোট কেমন রয়েছে সে বিষয়ে অবশ্য মুম্বই এখনও কিছু জানায়নি।

ধ্রুবের নজির

ভারতের হয়ে লিস্ট এ ক্রিকেটে নজির গড়েছেন ধ্রুব শোরে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৭৭ বলে ১০৯ রান করেছেন বিদর্ভের ব্যাটার। ন’টি চার ও ছ’টি ছক্কা মারেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করে ৫ উইকেটে ৩৬৫ রান করে বিদর্ভ। লিস্ট এ ক্রিকেটে নিজের অষ্টম শতরান করলেন ধ্রুব। তার মধ্যে শেষে পাঁচ ম্যাচে পাঁচটি শতরান করেছেন তিনি। লিস্ট এ ক্রিকেটে টানা শতরানের নিরিখে নারায়ণ জগদীশনকে ছুঁয়েছেন তিনি। ২০২২-২৩ বিজয় হজারে ট্রফিতে জগদীশনও টানা পাঁচটি শতরান করেছিলেন।

বাংলার হার

বিজয় হজারের প্রথম ম্যাচে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ৩৮৩ রান তাড়া করে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে লজ্জার হার হয়েছে বাংলার। রাজকোটের মাঠে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৮.৩ ওভারে ২০৫ রান অল আউট হয়ে যায় বাংলা। ব্যাটারদের মধ্যে অভিষেক পোড়েল ৩৮, অনুষ্টুপ মজুমদার ৪৭ ও কর্ণ লাল ৪০ রান করেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৫ রানে আউট হন। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়ায় জুটি গড়তে পারেনি বাংলা। বরোদার হয়ে রাজ লিম্বানি ৫ উইকেট নেন। অধিনায়ক ক্রুণাল পাণ্ড্য নিয়েছেন ৩ উইকেট।

ব্যাটিং ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয় বাংলাকে। ৩৮.৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে রান তাড়া করে নেয় বরোদা। শাশ্বত রাওয়াত ৬১, প্রিয়াংশু মোলিয়া ৫২ ও ক্রুণাল ৫৭ রান করেন। ব্যাটে-বলে জয়ের নায়ক অধিনায়ক ক্রুণাল। মহম্মদ শামি ৯ ওভারে ৪২ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন।

বিলোনিয়ায় শুরু অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়েই বিলোনিয়াতে শুরু হলো অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে, উত্তর বিলোনিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রায় এক পক্ষ কালব্যাপী এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ সকালে। উদ্বোধন করবেন বি সি নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি। এছাড়াও সুকান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুকদেব শুক্ল দাস, যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা রিতেশ শীল, সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত, বিলোনিয়া ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টারের সভাপতি কৃষ্ণ মজুমদার, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্য বাবুল চন্দ্র দেব প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণধন চক্রবর্তী শুক্রবার, সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

দীপু দাস হত্যার পরও কেকেআরে খেলবেন মুস্তাফিজ?

ওপার বাংলায় মার খাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। আর এপারে এসে স্রেফ দু’মাস ক্রিকেট খেলে ৯ কোটি টাকার বেশি পকেটে পুরে নেবেন বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান। গোটা সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞে তিনি নীরব। অত্যাচারের বিরুদ্ধে যার একটা টুইট পর্যন্ত নেই! যা নিয়ে আপত্তি ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের। রাজ্যের হিন্দুত্ববাদীদের একটা বড় অংশও মুস্তাফিজকে আইপিএলে নেওয়ার বিপক্ষে। তাঁদের সাফ কথা, কোনও বাংলাদেশিকে দলে নেওয়া যাবে না। সোশাল মিডিয়ায় কেকেআরকে বয়কট করার ডাকও উঠছে।

মাশরাফি মূর্তাজা, শাকিব আল হাসান, লিটন দাসের পর এবার কেকেআরে মুস্তাফিজুর রহমান। ঐতিহাসিকভাবে কেকেআরে বাংলাদেশি তারকাদের ‘আশ্রয়স্থল’ হিসাবে উঠে এসেছে। এ বছর রেকর্ড মূল্যে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা পেসারকে দলে নিয়েছে নাইটরা। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি তারকা খেলেছেন কেকেআর জার্সিতেই। এবার মুস্তাফিজুরকে নাইটরা কিনেছে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায়। আইপিএল নিলামে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ মূল্য এটি। এর আগে ২০০৯ সালে মাশরাফি মুর্তাজাকে ৬ লক্ষ ডলারে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বর্তমান হিসাবে সেটা ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

কিন্তু এ বছরের পরিস্থিতি আলাদা। ওপার বাংলায় মৌলবাদীদের আগ্রাসন আর ধর্মের নামে হানাহানিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সংখ্যালঘুরা। শেখ হাসিনার অপসারণ চেয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা ক্রমশ মৌলবাদীদের আস্ফালন আর সংখ্যালঘুদের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্রেফ ধর্মাচরণের জন্য আক্রান্ত হতে হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ দীপু দাস হত্যাকাণ্ড। যা নিয়ে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেটমহল নীরব। মুস্তাফিজুর নিজেও এ নিয়ে নীরব। ওপার বাংলার এই পরিস্থিতি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি তিনি। বস্তুত, হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষের চাষ হচ্ছে। তথাকথিত ‘আধিপত্যবাদ’কে কাঠগড়ায় তুলে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে এ দেশকে। ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাত হেনে ‘সেভেন সিস্টার্স’ দখলের দাবি উঠছে বাংলাদেশে। আর ভারত বয়কটের ডাক এখন ওপারের ‘জাতীয় স্লোগান’

আম্পায়ারকে গালিগালাজ করে নির্বাসনের পথে সিএবি কর্তাই, বেনজির ঘটনায় শোরগোল ময়দানে

নিজে সিএবি-র পরিচিত কর্তা, ফিনান্স কমিটির সদস্য। তবে নিজের ক্লাবের ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। তাই মাঠেই গালিগালাজ করেছিলেন আম্পায়ারকে। ম্যাচ অবজার্ভারের রিপোর্ট পেতেই তা নিয়ে বৈঠক ডাকে সিএবি। সেখানে হওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অন্তত তিন ম্যাচ ওই কর্তাকে সাসপেন্ড করতে চলেছে সিএবি। নিজেদের কর্তাকে এভাবে আম্পায়ারদের উপর চড়াও হওয়ার জন্য বহিস্কার করার ঘটনা একেবারেই বিরল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায়।

ঘটনার কেন্দ্রে ইন্ডিয়ান বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্তা অয়ন নন্দী, ময়দানে যিনি পরিচিত বান্টি নামেই। ফিনান্স কমিটির সদস্য হওয়ার পাশাপাশি বাইরে থেকে কলকাতায় খেলতে আসা দলের লোকাল ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব সামলাতে দেখা যায় তাঁকে। ১৩ ডিসেম্বর কাস্টমসের বিরুদ্ধে সিএবি প্রথম ডিভিশন গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অয়নের ক্লাব ইন্ডিয়ান বয়েজ। সে ম্যাচ ৬ উইকেটে জেতে কাস্টমস। সেদিন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অখুশি হয়ে অয়ন গালিগালাজ করেন বলে রিপোর্ট দেন ম্যাচ অবজার্ভার। এরপরই ২০ ডিসেম্বর বিষয়টি নিয়ে বৈঠক ডাকে সিএবি। সূত্রের খবর, বৈঠকে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চান অয়ন। তবে বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপই করতে চলেছে সিএবি। ঠিক হয়েছে তিন ম্যাচ সাসপেন্ড করা হবে অয়নকে। দু’একদিনের মধ্যেই সরকারিভাবে চিঠি দেওয়া হবে সব পক্ষকে। আম্পায়ারকে গালিগালাজ করে শেষ কবে কোনও সিএবি কমিটি সদস্য সাসপেন্ড হয়েছেন, তা মনে করতে পারছে না ময়দান।

মাঠে আম্পায়ারকে গালিগালাজের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন অয়ন। তাঁর বক্তব্য, “আম্পায়েরের সিদ্ধান্তের জেরে আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সিএবি থেকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে যা বলার বলেছি। তবে আমাকে সরকারিভাবে কোনও শাস্তির কথা বলা হয়নি।” সরকারিভাবে এখনও বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়নি বলে জানিয়েছেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে। তবে অয়নকে তিন ম্যাচ সাসপেন্ড করার কথা অস্বীকারও করছেন না তিনি। সিএবি সচিব বলেন, “আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি। সেইমতো বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সবার বক্তব্য শোনা হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করব। তবে যা শোনা যাচ্ছে, তেমনই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটুকু বলতে পারি, আমরা শৃঙ্খলাভঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও নমনীয়তা দেখাব না।” পাশাপাশি আম্পায়ারদের যতটা সম্ভব নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে বলে দাবি সিএবি সচিবের।

বিজয় হজারেতে আর নেই বৈভব!

বিজয় হজারে ট্রফিতে আর দেখা যাবে না বৈভব সূর্যবংশীকে। তার এ বারের প্রতিযোগিতা এক ম্যাচেই শেষ হয়ে গেল। শুরুর সেই ম্যাচে ৮৪ বলে ১৯০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিল বৈভব। কিন্তু তার পর কেন আর ভারতের ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতা খেলবে না সে? নেপথ্য কারণ জানিয়েছেন বৈভবের ছোটবেলার কোচ মনোজ ওঝা।

বুধবার অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে খেললেও শুক্রবার মণিপুরের বিরুদ্ধে খেলছে না বৈভব। তার কারণ অবশ্য আলাদা। শুক্রবার ভারতের ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার’ পেয়েছে বৈভব। সেই পুরস্কার নিতে দিল্লি গিয়েছে সে। সেই কারণেই এই ম্যাচে খেলা হচ্ছে না বিহারের বাঁহাতি ওপেনারের।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছে ১৪ বছরের বৈভব। তার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তার। বৈভব ছাড়া আরও যারা এই পুরস্কার পেয়েছে, তাদের সঙ্গেও দেখা করবেন মোদী। সাতটি বিষয়ে দেওয়া হয় এই ‘প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার’। সেগুলি হল সাহসিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, উদ্ভাবনী দক্ষতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা এবং ক্রীড়া। বৈভব ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই পুরস্কার পাচ্ছে।

তা হলে বিজয় হজারের আগামী ম্যাচগুলিতে কেন খেলবে না বৈভব? কারণ, সামনেই অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ। ১৫ জানুয়ারি থেকে জিম্বাবোয়েতে শুরু সেই প্রতিযোগিতা। মনোজ বলেন, “বিজয় হজারের বাকি একটা ম্যাচেও বৈভব খেলতে পারবে না। সামনেই অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ। তাই ভারতীয় দলে যোগ দিতে হবে ওকে। প্রস্তুতি শিবির হবে। সেই কারণেই আর ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা যাবে না ওকে।”

ভারতীয় ক্রিকেটে গত এক বছরে উল্কার গতিতে উত্থান হয়েছে বৈভবের। প্রথমে ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের নজর কেড়েছে সে। তার ফলে আইপিএলে মাত্র ১৩ বছর বয়সে দল পেয়েছে। নিলামে কোটিপতি হয়েছে বৈভব। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলতে নেমে শতরানও করেছে। ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের হয়ে যুব টেস্ট ও এক দিনের ম্যাচে শতরান করেছে বৈভব। সম্প্রতি ভারতের হয়ে এমার্জিং এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপেও শতরান করেছে বৈভব। বিজয় হজারে খেলতে নেমেও নজির গড়েছে সে। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জোর চর্চা চলছে। বৈভবকে ভারতের ভবিষ্যতের তারকা ধরা হচ্ছে। তবে তার মাঝেই ধারাবাহিকতা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে সে। বড় ম্যাচে তার ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা চলছে। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে সেই সব সমালোচনার জবাব দিতে চাইবে বিহারের ছেলে।

সেঞ্চুরির পরের ম্যাচেই ‘গোল্ডেন ডাক’ রোহিতের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করে ফের ‘জবাব’ বিরাটের

বিজয় হাজারে ট্রফিতে ‘সুপারহিট’ কামব্যাক করেছিলেন দু’জনেই। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পারফরম্যান্সে আকাশপাতাল তফাত। শুক্রবার বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে প্রথম বলেই আউট হিটম্যান। তবে দুরন্ত ফর্ম ধরে রেখেছেন বিরাট। শুক্রবার তাঁর ব্যাট থেকে এল ৭৭ রান।

শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মুম্বই। রাজস্থানের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে ভিড় ছিল যথেষ্ট। হিটম্যানকে দেখতে সাতসকালে মাঠে পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেই ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। কিন্তু এদিন ভক্তদের হতাশ করলেন রোহিত। টস জিতে মুম্বইকে ব্যাট করতে পাঠায় উত্তরাখণ্ড। ওপেন করতে নামেন রোহিত। কিন্তু প্রথম বলেই বড় শট হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন। গোল্ডেন ডাক করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন হতাশ রোহিত।

তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সোনালি ফর্ম ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধরে রেখেছেন বিরাট। বিজয় হাজারেতে ফিরে ১৩১ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি না এলেও দারুণ ব্যাটিং বিরাটের। প্রথম ১০ বলেই দুটি চার এবং একটি ছক্কা হাঁকান। ঝোড়ো ইনিংস খেলে মাত্র ২৯ বলে হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন কিং কোহলি। গুজরাটের বিরুদ্ধে ৭৭ রান করেই থামতে হল তাঁকে। দলের অন্য ব্যাটাররা যখন রান তুলতে হিমশিম খাচ্ছেন তখন মাত্র ৬১ বলে ৭৭ রান করে গেলেন বিরাট। উল্লেখ্য, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ ছিল ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রাখতে ফর্ম ও ফিটনেস দুটোই প্রমাণ করতে হবে। বোর্ডের সেই নির্দেশ মেনে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছেন বিরাট-রোহিত। এই মুহূর্তে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের যা মান, তাতে নিচের দিকের দলগুলির বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতদের খেলানোটা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের আগে এই ম্যাচগুলি দুই মহাতারকার জন্যই ভালো অনুশীলনের মঞ্চ। সেখানে নিজের ভালোমতো তৈরি করে নিচ্ছেন ‘রো-কো’।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে নাটক! প্রতিযোগিতা শুরুর আগের দিন সরে গেলেন মালিক

এ বারও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু এ বারের প্রতিযোগিতা। এ বার নতুন দল হিসাবে খেলার কথা চট্টগ্রাম রয়্যালসের। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর আগের দিন দলের মালিক সরে গিয়েছেন। ফলে বাধ্য হয়ে সেই দলের দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।‘ইএসপিএন ক্রিকইনফো’ জানিয়েছে, চট্টগ্রামের দল কিনেছিল ট্রায়াঙ্গল সার্ভিসেস লিমিটেড নামের এক সংস্থা। সেই সংস্থার মালিক কায়ুম রশিদ। গত মাসে নিলামেও অংশ নিয়েছিলেন রশিদ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি জানিয়েছেন, স্পনসর আগ্রহ না দেখানোয় সরে যেতে হচ্ছে তাঁকে।বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান ক্রিকইনফোকে বলেছেন, “কয়েক ঘণ্টা আগে ওরা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে চিঠি লিখে ওদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তাই আমরা দলের দায়িত্ব নিয়েছি। চিঠিতে ওরা বলেছে, সংবাদমাধ্যমের খবরের জন্য ওরা কোনও স্পনসর পায়নি। কিন্তু এ বার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনও ক্রিকেটারের যাতে আর্থিক সমস্যা না হয়, সে দিকে নজর রাখব। গত বার রাজশাহীর ক্রিকেটারদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেটা এ বার যেন না হয়। তাই দলের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।”

২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম বছর থেকেই ক্রিকেটারদের বেতন নিয়ে নানা রকম সমস্যা হয়েছে। তবে ২০১৬ সালের পর থেকে তা কমেছিল। গত বার সেই সমস্যা আবার দেখা যায়। বেতন না পেয়ে দুর্বার রাজশাহীর ক্রিকেটারেরা অনুশীলন বন্ধ করে দেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, হোটেলের খরচও মেটাচ্ছেন না দলের মালিক। সেই সময়ও বোর্ডকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।রহমান জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক হাবিবুল বাশারকে চট্টগ্রামের দলের টিম ডিরেক্টর করা হয়েছে। কোচ হয়েছে মিজানুর রহমা বাবুল। নাফিস ইকবালকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ সংগ্রাম মঞ্চজয়েন্ট অ্যাকশন ফোরামের উদ্যোগে মাসব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামীকাল স্থানীয় সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

তবে রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র সারা ভারতের গ্রামীণ ব্যাংকগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষে সারা ভারত ক্ষেত্রিয় গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি আজ আগরতলায় পৌঁছান। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সারা ভারতের গ্রামীণ ব্যাংক এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই মাননীয় স্পিকারের অকাল প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোকবার্তা পাঠ করা হয়। আগামীকালের সেমিনারের প্রধান বক্তা থাকবেন শ্রী রেড্ডি। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী রেড্ডি জানান, ১৯৭৫ সালে সংসদে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সারা ভারতে গ্রামীণ ব্যাংকের পথচলা শুরু হয়। ত্রিপুরায় গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয় ২১ ডিসেম্বর। প্রথম দিকে সারা দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৯৬টি, যা একাধিক দফায় একত্রিত হওয়ার ফলে বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ২৮টিতে। এই ২৮টি গ্রামীণ ব্যাংকের স্পন্সর ব্যাংক রয়েছে মোট ১০টি। সর্বভারতীয় সংগঠনের দাবি, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে স্পন্সর ব্যাংক ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সারা ভারতে একটি মাত্র গ্রামীণ ব্যাংক'ন্যাশনাল রুরাল ব্যাংক'গঠন করা হোক।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার আগামী মার্চ মাসের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকগুলির আইপিও (ইনিশিয়াল পাবলিক অফার) খোলা বাজারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কেরল গ্রামীণ ব্যাংক, তামিলনাড়ু গ্রামীণ ব্যাংক ও হরিয়ানা গ্রামীণ ব্যাংককে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই উদ্যোগে সরকার সফল হলে অচিরেই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের শেয়ারও বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। শেয়ার বিক্রির প্রতিবাদে আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি এই তিনটি গ্রামীণ ব্যাংকে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট পালন করা হবে।

শ্রী রেড্ডি জানান, বর্তমানে সারা দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ২২,৭০০ এবং গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ গ্রাহক গ্রামাঞ্চলের এবং প্রায় ৩০ কোটি গ্রাহক প্রান্তিক কৃষক, ক্ষেতমজুর ও শ্রমজীবী মানুষ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, লাভজনক গ্রামীণ ব্যাংকগুলিকে বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের যে অপচেষ্টা চলছে, সারা ভারত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারীরা তা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। সংসদের বাজেট অধিবেশনের পর মার্চ মাসে একদিনের সারা ভারত গ্রামীণ ব্যাংক ধর্মঘটেরও ঘোষণা দেন তিনি।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিকাশ দেবনাথ, বিজন ধর, সঞ্জয় দাস ও সুদর্শন মজুমদার।

আগামীকাল সুকান্ত অডিটরিয়ামে বিকেল ৩টা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

কৈলাসহরে ইলেকট্রিক অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: কৈলাসহর কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি ইলেকট্রিক অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চাঞ্চল্য ছড়ায়! শহর উত্তরাঞ্চলের দিক থেকে আসা একটি ইলেকট্রিক অটো এবং শহর থেকে উত্তরাঞ্চলের দিকে যাওয়া একটি বাইকের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে অটো চালক, বাইক চালক এবং অটোতে থাকা দুই যাত্রী আহত হন। জানা গেছে, অটোতে থাকা মোট পাঁচ যাত্রীর মধ্যে চালকসহ দুই যাত্রীর আঘাত গুরুতর হলেও বাকি তিনজন তুলনামূলকভাবে অল্প আঘাত পেয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গুরুতর আহত অটো চালকের নাম আব্দুল, তাঁর বাড়ি শহর উত্তরাঞ্চলের মাগুরউলি এলাকায়।তবে অন্যদের নাম জানা যায়নি। আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত উনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিলোনীয়া মহকুমাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ ডিসেম্বর: বিলোনীয়া মহকুমাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া ঈশানচন্দ্র নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। শুক্রবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে এক দিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথীগন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার জন্য প্রশংসা করেন।

মনমোহনের প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: আজ কংগ্রেস ভবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হয়েছে। আগরতলা কংগ্রেস ভবনসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ উপলক্ষে স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিন আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা ও নেতৃত্বে দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছিল। শুধু ভারতই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনা ও অবদানের প্রশংসা করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই দিনে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও স্মৃতিচারণের আবহ লক্ষ্য করা যায়।

বেতাগা বিকর্ন বৈদ্যপাড়ায় ব্রিকস সলিং রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের অভিযোগ, স্থানীয়দের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: বেতাগা বিকর্ন বৈদ্যপাড়ায় ব্রিকস সলিং রাস্তা নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের অধীনে হওয়া অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজই নিম্নমানের হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের চেয়ারম্যান তাপস দত্ত প্রায় সময়ই বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তাদের দাবি, প্রতিটি কাজ থেকেই ঠিকাদারদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হচ্ছে, যার ফলেই ঠিকাদাররা নির্বিঘ্নে নিম্নমানের কাজ করে চলেছে। বেতাগা বিকর্ন বৈদ্যপাড়ায় এই অভিযোগের বাস্তব চিত্র সামনে এসেছে বলে স্থানীয়দের মত।

জানা গেছে, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বেতাগা বিকর্ন বৈদ্যপাড়ায় জাতীয় সড়ক থেকে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত একটি ব্রিকস সলিং রাস্তা নির্মাণের কাজ বরাদ্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অমরপুরের অজয় ঘোষ নামে এক ঠিকাদার এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের ইট ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এমনকি রাস্তায় একটি গাড়ি উঠলেই তা ভেঙে পড়ছে।

অভিযোগ উঠেছে, বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা বিষয়টি জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে স্থানীয়রা সরব হয়েছেন। তাঁদের দাবি, কাজের গুণগত মান বজায় রেখে অবিলম্বে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে।

বেআইনি নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান, মালিক ও সহযোগী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর:অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনামুড়া ধলিয়াই এলাকার একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রের মালিক মান্নান চৌধুরী ও তাঁর সহযোগী প্রণব আচার্য্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত মান্নান চৌধুরীর বাড়ি এনসি নগর ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এবং প্রণব আচার্য্যের বাড়ি মধুবন এলাকায়।

থানার ওসি জানান, সংশ্লিষ্ট নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উঠে আসে, দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্র পরিচালনা করে রোগীদের পরিবার থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হচ্ছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, কেন্দ্রটিতে রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত ও সঠিক খাবার এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হতো না। পাশাপাশি, রোগীদের উপর নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগও সামনে এসেছে। বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আসার পর পুলিশ মামলা রুজু করে মান্নান চৌধুরী ও তাঁর সহযোগী প্রণব আচার্য্যকে আটক করে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করা হবে এবং প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শুক্রবার ধৃত দু'জনকে আদালতে তোলা হয়।

১-৩ জানুয়ারি নলছড় দশমীঘাট প্রাঙ্গণে অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর:আগামী ১৩ জানুয়ারি নলছড় দশমীঘাট প্রাঙ্গণে অমর কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উৎসব আয়োজিত হবে। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় ৩দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এই উৎসবকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মনকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল থাকবে।

মাও সে তুং-এর ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত সিপিআইএম সদর দপ্তরে

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: আধুনিক চীনের স্থপতি ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা মাও সে তুং - এর ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী আজ যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে পালন করল সিপিআইএম। ১৮৯৩ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাও সে তুং।

এই উপলক্ষে রাজ্যের সিপিআইএম সদর দপ্তরে আজ সকালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাও সে তুং-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম ও সিপিআই-এর অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা।

বিরোধী দলনেতা বলেন, মাও সে তুং ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এবং আধুনিক চীনের রূপকার। ১৯৪৯ সালে তাঁর নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দেশটির শাসনভার পরিচালনা করেন।

রাজনৈতিক ইতিহাসে মাও সে তুং বিশেষভাবে পরিচিত কৃষক-ভিত্তিক কমিউনিস্ট বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তাঁর প্রবর্তিত বিভিন্ন নীতির মধ্যে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ছিল এক ঐতিহাসিক সামাজিক পরিবর্তনের অধ্যায়, যা চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল রূপান্তর ঘটায়। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় চীন আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে করেন বামপন্থী নেতৃত্ব।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ সমাপ্তি ও ১০১তম বর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও ১০১তম বর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন পার্টির রাজ্য নেতৃত্বরা দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas